খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও, সিএসসি
সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি
সিস্টার মেরী দীপ্তি, এসএমআরএ
সিস্টার মেরী অণু, এসএমআরএ
রেভা. জন এস. কর্মকার
হান্না রানী জয়ধর
মোঃ ওয়াজকুরনী

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করণ, ২০২৪

প্রথম মুদ্রণ: ২০২৩

ছবি ও অলংকরণ

আরিফুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স

মো. রেদওয়ানুর রহমান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

জগৎ ও জীবন নিত্য চলমান ও গতিশীল। মানব জীবনের চলমান বাস্তবতা ও সমাজ জীবনে শিশু উপহারস্বরূপ এবং এক অপার বিস্ময়। শিশু নিজে যেমন বিস্ময়, তেমনি বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে তার ভাবনার অন্ত নেই। শিশুর বিস্ময়বোধ, অপরিসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করতেই বর্তমান পরিস্থিতিতে, পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়েছে। ২০২১ সালের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য তার অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করা হয়। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে, শিশুর শিক্ষা ও গঠনে, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাই এই বয়সী একজন শিশু শিক্ষার্থীর ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠন করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই তৃতীয় শ্রেণির খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝে, মন্দকে পরিহার করে ভালোকে গ্রহণ করার মনোভাব গড়ে তুলতে পারে। তারা যেন চরিত্রবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠে। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, সৃষ্ট সকল প্রাণী এবং প্রকৃতিকে যত্ন নিতে ও ভালোবাসতে পারে।

মানুষের নীতি-নৈতিকতার উন্নয়নে, প্রকৃত শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়েছে, যা শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে ও তা অনুশীলনে আগ্রহী হবে। আশা করি এ প্রক্রিয়ায় অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী সময় শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাদের সক্ষম করে তুলবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০০৯ সাল থেকে সরকার প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সকল শাখায় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের যুগান্তকারী কার্যক্রম শুরু করে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আজকের শিক্ষার্থীকে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এই শিক্ষাক্রমে বৈশ্বিক ও স্থানীয় চাহিদা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, এসডিজি ২০৩০ এবং বাংলাদেশের ভিশন ২০৪১ - কে সামনে রেখে শিখন যোগ্যতাগুলোকে সাজিয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সক্রিয় ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য প্রণীত খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও প্রকাশনার বিভিন্ন ধাপে এর রচনা ও সম্পাদনা পরিষদ, যৌক্তিক মূল্যায়নকারী, সমন্বয়ক, মুদ্রণ ও প্রকাশনায় সহায়তাকারীদের অবদান পাঠ্যপুস্তটিকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করেছে। স্বল্প সময়ে প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই পাঠ্যপুস্তকে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে সে ব্যাপারে যৌক্তিক ও গঠনমূলক পরামর্শ অবশ্যই প্রশংসার সাথে বিবেচিত হবে। প্রভূত সম্ভাবনার আধার শিশুদের যথাযথ ও যুগোপযোগী শিখনের জন্য এই পাঠ্যপুস্তকটির ব্যবহার যেন ফলপ্রসূ হয় সেই প্রত্যাশা করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় — ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা (১ - ১৬)

পাঠ ১	: ঈশ্বর প্রদত্ত দশ আজ্ঞা	৩
পাঠ ২	: প্রথম, দ্বিতীয়/তৃতীয় আজ্ঞা	৫
পাঠ ৩	: আরও দুইটি আজ্ঞা	৮
পাঠ ৪	: একমাত্র ঈশ্বরের সেবা ও পূজা	১১
পাঠ ৫	: বিশ্রামবার শুদ্ধভাবে পালন	১৩
পাঠ ৬	: পিতামাতাকে সম্মান প্রদর্শন	১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় — যীশুর কর্মজীবন (১৭-৩২)

পাঠ ১	: যীশুর প্রচার কাজ	১৯
পাঠ ২	: যীশুর শিক্ষাজীবন	২১
পাঠ ৩	: যীশুর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা	২৪
পাঠ ৪	: পরম আরোগ্যদাতা যীশু	২৬
পাঠ ৫	: আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী যীশু	২৮
পাঠ ৬	: পরিত্রাতা যীশু	৩০

তৃতীয় অধ্যায় — পরোপকার ও শ্রদ্ধাবোধ (৩৩-৫৮)

পাঠ ১	: পরোপকার কী	৩৪
পাঠ ২	: পরোপকার হলো সেবামূলক কাজ	৩৭
পাঠ ৩	: পরোপকারী হওয়া	৪০
পাঠ ৪	: পরোপকারী হতে উৎসাহিত করা	৪২
পাঠ ৫	: পরোপকারে আনন্দ	৪৪
পাঠ ৬	: পরোপকারের প্রয়োজনীয়তা	৪৬
পাঠ ৭	: পারিবারিক শ্রদ্ধাবোধ	৪৯
পাঠ ৮	: ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জীবন যাপনে শ্রদ্ধাবোধ	৫১
পাঠ ৯	: বিদ্যালয়ে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৫৫
পাঠ ১০	: সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ	৫৭

চতুর্থ অধ্যায় প্রার্থনা ও বিশ্বশান্তি (৫৯-৭৪)

পাঠ ১ : প্রার্থনার প্রাথমিক ধারণা ৬০
পাঠ ২ : প্রার্থনা বিষয়ে যীশুর শিক্ষা ও প্রভুর প্রার্থনা ৬৩
পাঠ ৩ : খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ ৬৬
পাঠ ৪ : সমাজ বাস্তবতায় খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ ৬৮
পাঠ ৫ : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ৬৯
পাঠ ৬ : ধর্মীয় সম্প্রীতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ৭০
পাঠ ৭ : বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ঐক্য ৭২
পাঠ ৮ : বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ৭৩

পঞ্চম অধ্যায় মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ (৭৫-৯০)

পাঠ ১ : জগৎ সৃষ্টি ৭৭
পাঠ ২ : জীবজগৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হলো ৭৯
পাঠ ৩ : ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষ ৮১
পাঠ ৪ : প্রকৃতি, জীবজগৎ ও মানব জীবন ৮৩
পাঠ ৫ : ধ্বংসের কবলে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ ৮৫
পাঠ ৬ : প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সুরক্ষা ও যত্ন ৮৮

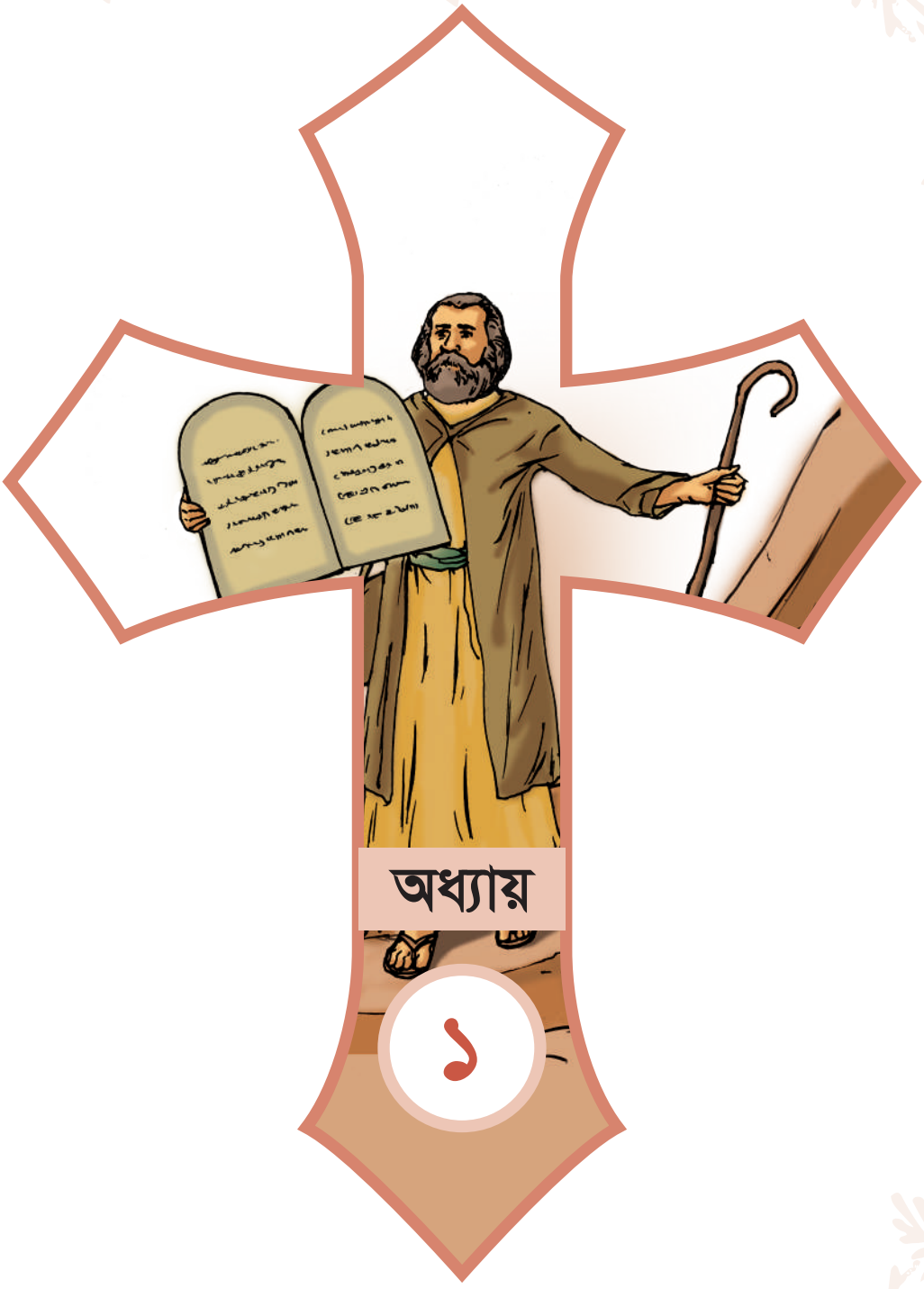

অধ্যায়

১

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

(যাত্রাপুস্তক ২০:১-২১)

ঈশ্বর আমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসেন। তিনি চান আমরা প্রকৃতভাবে সুখী মানুষ হই। ঈশ্বর চেয়েছেন ইস্রায়েল জাতির মানুষও যেন সুখী হয়। সেজন্য তিনি মোশীর মাধ্যমে মিশর দেশ থেকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে তাদের সিনাই পর্বতে নিয়ে এলেন। সেখানে তারা আগুন, ধোঁয়া ও মেঘগর্জনের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করলো। ইস্রায়েল জাতি তখন খুবই ভয় পেয়েছিলো। মোশী ঈশ্বরের নির্দেশে পর্বতের উপরে উঠলেন। সেখানেই সদাপ্রভু মোশীর মাধ্যমে গোটা ইস্রায়েল জাতি অর্থাৎ আমাদের সবার জন্য দশটি আজ্ঞা দিলেন।

মোশীর হাতে দশ আজ্ঞা

পাঠঃ ১

ঈশ্বর প্রদত্ত দশ আজ্ঞা

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন বলে তিনি চান আমরা যেন তাঁর কথা মতো চলি। তাঁর একান্ত ইচ্ছা আমরা যেন আজ্ঞাগুলো যত্ন সহকারে পালন করি। আজ্ঞাগুলো পালন করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করি। ঈশ্বরের দেওয়া দশটি আজ্ঞা মনে রাখবো এবং তা পালন করতে চেষ্টা করবো।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

(ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী)

১. তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে ও কেবল তাঁরই সেবা করবে।
২. ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবেনা।
৩. বিশ্রামবারে (রবিবারে) বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে।
৪. পিতামাতাকে সম্মান করবে।
৫. নরহত্যা করবে না।
৬. ব্যভিচার করবে না।
৭. চুরি করবেনা।
৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।
৯. পরস্ত্রীতে/পরপুরুষে লোভ করবে না।
১০. পর দ্রব্যে লোভ করবে না।

(প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্বাস অনুযায়ী)

১. আমা বিনা আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মান্য করো না।
২. প্রতিমা পূজা করো না।
৩. তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক মুখে নিও না।
৪. বিশ্রামবার পবিত্ররূপে পালন করবে।
৫. পিতামাতাকে সমাদর করবে।
৬. নরহত্যা করবে না।
৭. ব্যভিচার করবে না।
৮. চুরি করবে না।
৯. তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।
১০. তোমার প্রতিবেশীর কোন বস্তুতে লোভ করবে না।

ক) বাম পাশের খালি জায়গা ডান পাশের তথ্য অনুযায়ী পূরণ করি।

i) _____ দশ আজ্ঞা দেয়া হল।	i) সম্মান
ii) ঈশ্বরের নাম _____ নিবে না।	ii) চুরি
iii) মিথ্যা _____ দেবে না।	iii) মোশীর কাছে
iv) পিতামাতাকে _____ করবে।	iv) সাক্ষ্য
v) _____ করবে না।	v) অনর্থক

খ) শুদ্ধ/অশুদ্ধ লিখি।

i) ঈশ্বর দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন।

ii) ব্যভিচার করবে না।

iii) বিশ্রামবারে কাজ করা ভালো।

iv) ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন।

গ) নিচের গাছটিতে মা/বাবা আমার জন্য যা করেন তা লিখি।

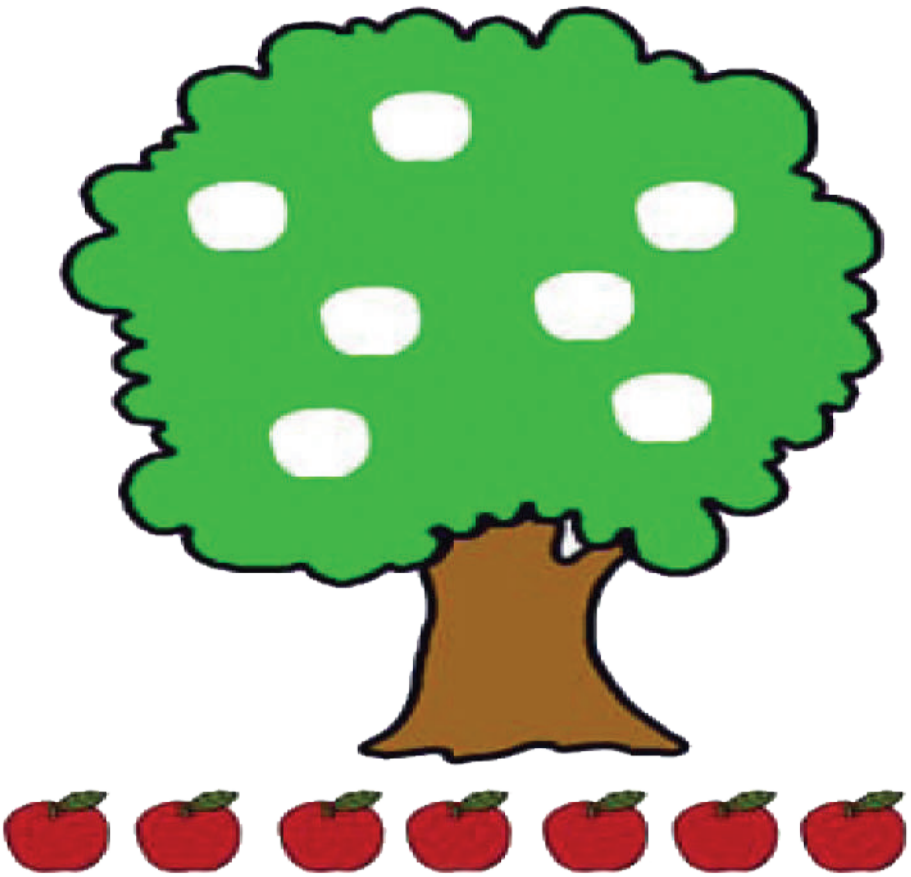

এ পাঠে শিখলাম

- ঈশ্বর সিনাই পর্বতে মোশীর কাছে আমাদের জন্য দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন।

পাঠঃ ২

প্রথম, দ্বিতীয়/তৃতীয় আজ্ঞা

ঈশ্বর দশটি আজ্ঞা আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা সেগুলোর অর্থ প্রথম থেকেই বুঝতে শিখি। তিনি চান আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলোর প্রতি ভালোবাসার মনোভাব পোষণ করি। আজ আমরা বিশেষভাবে কয়েকটি আজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।

প্রথম আজ্ঞা

"তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে ও কেবল তাঁরই সেবা করবে।"/ "আমা বিনা আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিও না।"

হাত তুলে প্রভুর প্রশংসা করা

ঈশ্বর আমাদের জন্য এই আজ্ঞাটি দিয়েছেন যেন আমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, তিনি সর্বদা ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। কোনদিন তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি এবং হবেও না। তিনি পবিত্র ও ন্যায়বান ঈশ্বর সুতরাং তাঁর মধ্যে কোন মন্দতা নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও মঙ্গলময় ঈশ্বর। তাই আমরা তাঁর আরাধনা ও উপাসনা করবো। আমরা অন্য কাউকে ঈশ্বর বলে মান্য করবো না। ঈশ্বরের সম্মানও অন্য কাউকে দিবো না। কারণ ঈশ্বর অদ্বিতীয়। আমরা ঈশ্বরকে সম্মান করবো ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করবো। সবসময় আমরা স্বীকার করি যে, তিনি আমাদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। তাই সর্বদা আরাধনার মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করবো। একই সাথে শয়তানের/মন্দ আত্মার প্রলোভন থেকে বিরত থাকবো। আমরা আমাদের সমস্ত প্রাণ, মন, শক্তি এবং চিন্তা দিয়ে ঈশ্বর প্রভুকে ভালোবাসবো।

দ্বিতীয় আজ্ঞা (প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্বাস অনুযায়ী)

"প্রতিমা পূজা করবে না"

সদা প্রভু ঈশ্বর চান, আমরা যেন একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কোন দেবতাকে মান্য না করি। আমরা তাঁর সাক্ষাতে অন্য কোন দেবতা, প্রতিমা বা মূর্তি নির্মাণ না করি। তাদের সামনে কখনো প্রণিপাত না করি। সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই সেবা ও আরাধনা করতে প্রেরণা দেন। তিনি চান আমরা যেন, একমাত্র ঈশ্বর প্রভুকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রর্দশন করি।

দ্বিতীয়/তৃতীয় আজ্ঞা

"ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না"

ঈশ্বর প্রভু সর্বশক্তিমান ও মহান। তিনি পবিত্র। তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা প্রতিনিয়ত তাঁর প্রতি বাধ্য থাকি এবং তাঁর পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা ধারণ করি। আমরা যেন তাঁর প্রতি আরও বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাশীল হই। তাঁকে কোনভাবেই যেন অবমাননা না করি। ঈশ্বরের নাম অনর্থক মুখে নিয়ে তাঁর সম্মান নষ্ট ও তাঁকে অপবিত্র করবো না। ঈশ্বরের নাম অবজ্ঞা করবো না। অনেক সময় দেখা যায় আমরা নিজের সুবিধা বা স্বার্থের জন্য ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে থাকি। ঈশ্বরের নামে কাউকে অভিশাপ দিবো না। সর্বদা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ভাব রক্ষা করবো। কোনভাবেই ঈশ্বরের নাম অনর্থক উচ্চারণ করবো না।

ক) বাম পাশের খালি ঘর ডান পাশের তথ্য অনুযায়ী পূরণ করি।

i) তুমিই আপন প্রভু _____।	i) নিবে না
ii) ঈশ্বরের নাম অনর্থক _____।	ii) সম্মান করা
iii) প্রতিমা _____করবে না।	iii) ঈশ্বরের সেবা করবে
iv) পূজা করার অর্থ _____।	iv) সর্বশক্তিমান
v) ঈশ্বর প্রভু _____।	v) পূজা

খ) ডান পাশের সঠিক তথ্য দিয়ে ছকটি পূরণ করি।

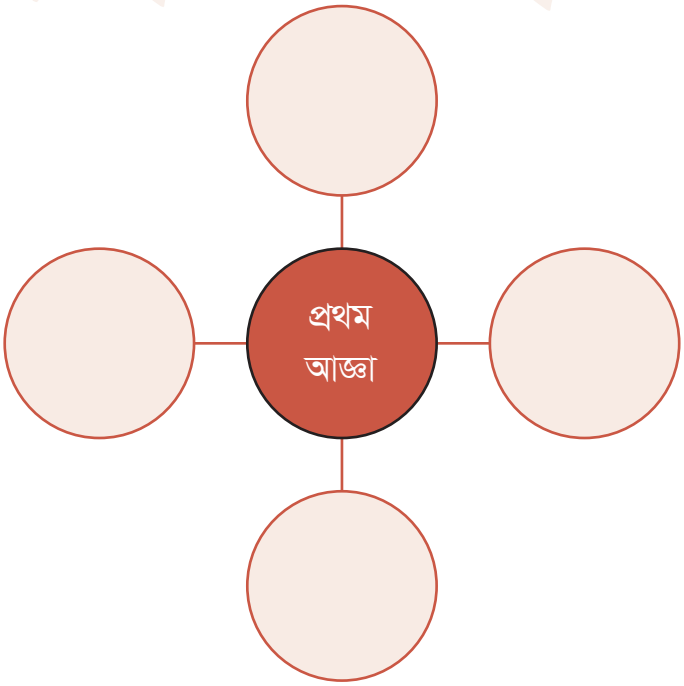

i) ঈশ্বরে বিশ্বাস করি
ii) ঈশ্বরের পরিবর্তন নেই
iii) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান
iv) বিশ্বস্ত ঈশ্বর
vi) ঈশ্বর উদাসীন
vii) ঈশ্বর পবিত্র ও ন্যায়বান

গ) ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞাটি একসাথে বলি।

ঘ) একসাথে গান করি।

মোরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করি ভজন

এ পাঠে শিখলাম

- **ঈশ্বর ছাড়া কারও আরাধনা করবো না।**
- ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবো না।
- **প্রতিমা** পূজা থেকে বিরত থাকবো।

পাঠ: ৩

আরও দুইটি আজ্ঞা

আমরা ইতিমধ্যে দশ আজ্ঞার কয়েকটি আজ্ঞা সম্পর্কে জেনেছি। আজ আরও দুইটি আজ্ঞা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবো।

তৃতীয়/চতুর্থ আজ্ঞা

"বিশ্রামবারে বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে।"

ঈশ্বর তাঁর সব সৃষ্টিকাজ শেষ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিলেন। তিনি সপ্তম দিনটিকে আশীর্বাদ করে পবিত্র করলেন। মানুষের জন্যই বিশ্রামবার সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার দিন হলো প্রভুর দিন ও বিশ্রামবার। যীশু নিজেও পবিত্রভাবে বিশ্রামবার পালন করেছেন। রবিবার দিন প্রভুর পুনরুত্থানের দিন। আমাদের সবাইকে বিশ্রামবার হিসেবেই তা পবিত্রভাবে পালন করতে বলা হয়েছে। আমরা সবাই যেন তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালন করি। ঐদিন আমরা উপাসনা ও প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করি। কঠিন বা ভারি কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকি। তাছাড়াও বিভিন্ন সেবাকাজ ও দয়ার কাজ করে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব হলো, আমরা যেন দিনটি যথাযথভাবে পালন করি।

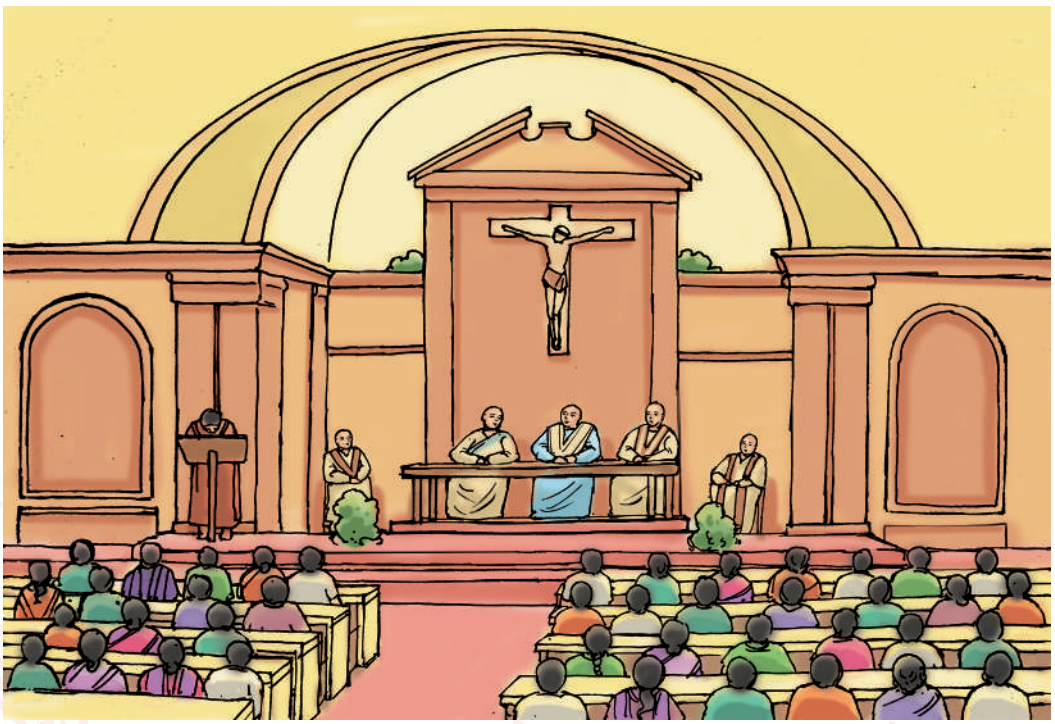

বিশ্রামবার পালন

চতুর্থ/পঞ্চম আজ্ঞা

“তুমি পিতামাতাকে সম্মান করবে।”

পিতামাতা আমাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কারণ তাদের জন্যই আমরা পৃথিবীতে আসতে পেরেছি। তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো আমাদের একটি পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই আজ্ঞার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দেন আমরা যেন আমাদের পিতামাতাকে তাঁর দেয়া মহাদান হিসেবে গ্রহণ করি।আমরা যেন তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। পিতামাতার প্রতি সর্বদা সন্তানসুলভ মনোভাব রক্ষা করে তাদের বাধ্য থাকি। তাদের অবদান সর্বদা স্বীকার করি, মর্যাদা দেই ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের সাথে যথাযথ আচরণ করে ভালোবাসার বন্ধন শক্তিশালী করে তুলি। একইসাথে পরিবারে সবার মধ্যে পবিত্রতা বজায় রাখতে চেষ্টা করি। পিতামাতার অসুস্থতা বা যে কোন প্রয়োজনে সবসময় সাহায্য সহযোগিতা করতে চেষ্টা করবো। বাবা মার বৃদ্ধ বয়সে আমরা অবশ্যই তাদের সেবা-যত্ন করবো। তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবো।

পিতা-মাতার প্রতি বাধ্য থাকা

ক) বাম পাশের খালি ঘর ডান পাশের তথ্য অনুযায়ী পূরণ করি

i) অযথা _____ নাম অনর্থক নিবো না।	i) সম্মান করবো।
ii) বিশ্রামবারে _____।	ii) উপাসনায় অংশগ্রহণ করবো।
iii) _____ জন্যই আমরা পৃথিবীতে আসতে পেরেছি।	iii) ঈশ্বরের
iv) পিতামাতাকে _____।	iv) পিতামাতার
v) ঈশ্বর প্রভু _____।	v) পূজা

খ) সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিই।

i) বিশ্রামবার শুদ্ধভাবে/অশুদ্ধভাবে/অপবিত্রভাবে পালন করবো।

ii) বিশ্রামবার পালন করা শিক্ষকের/মা-বাবার/সবার জন্য।

iii) রবিবার দিন হলো পরিশ্রমের/অলসতার/উপাসনার দিন।

iv) পিতামাতা হলেন- গুরুত্বপূর্ণ/শ্রদ্ধার/অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি।

v) পিতামাতার সুসময়ে/অসময়ে/অসুস্থতায় যত্ন করবো।

গ) নিজে নিজে বাবা-মার মঙ্গলের জন্য একটি প্রার্থনা বলি।

ঘ) বাবা-মার সাথে উপাসনালয়ে যাচ্ছি এমন একটি ছবি আঁকি।

এ পাঠে শিখলাম

– পিতামাতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবো।

– বিশ্রামবার শুদ্ধভাবে পালন করবো।

পাঠঃ ৪

একমাত্র ঈশ্বরের সেবা ও পূজা করা

সদা প্রভু ঈশ্বর মোশীর কাছে দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন। আজ্ঞাগুলো হলো ঐশবিধান। সমাজে বা পরিবারে বাস করতে গেলে আমাদের বেশ কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। ঠিক একইভাবে আমাদের বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের জন্য ঐশী বিধানগুলোর প্রয়োগ দরকার।

"তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে ও কেবল তাঁরই সেবা করবে।"

ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা

সুমন প্রতিদিন সন্ধ্যায় খুব ভক্তিসহকারে মা বাবা ও পরিবারে সবার সাথে একত্রে প্রার্থনা করে। প্রার্থনার সময় কোন ধরনের দুষ্টুমী করে না বা অমনোযোগী হয় না। প্রার্থনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। নিয়মিত বাইবেল পাঠ মনোযোগ দিয়ে শোনে। বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করে। সুমন জানে ও বোঝে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর সেবা করাই আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সে কোনো মন্দ পথে চলে না ও মন্দ কাজ করে না। সর্বদা সে গুরুজনের আদেশ-নির্দেশ পালন করে ঈশ্বরের পথে চলতে চায়। তার এ ধরনের জীবন যাপন দেখে পরিবারের সবাই খুশি। এমনকি তার বন্ধু ও সহপাঠীরা, শিক্ষক ও পাড়া-প্রতিবেশীরাও খুবই খুশি।তাকে দেখে অন্যেরাও ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ও সেবা করতে চেষ্টা করে।

"প্রতিমা পূজা করবে না।" (প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্বাস অনুযায়ী)

সীমার পরিবার খুবই ধার্মিক। প্রতিদিন প্রার্থনা করে ও পবিত্র বাইবেল পাঠ করে। পবিত্র বাইবেলের বাণী সহভাগিতা করে। এইভাবে খুব শান্তিতে তাদের দিন চলছিল। গত কয়েক দিন ধরে তার ভাই রবিন নানা অজুহাতে প্রার্থনায় অনুপস্থিত থাকে। সীমার মা বেশ চিন্তিত হন। হঠাৎ সীমা একদিন দেখতে পায় তার ভাই রবিন একটি সাপের মূর্তি এনে ঘরে রাখলো। সীমা অবাক হলো। রবিনকে নানা প্রশ্ন করলো। সে উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো। সীমা চুপি চুপি দেখতে পেলো রবিন সাপের মূর্তিটাকে পূজা করছে। সীমা দৌড়ে রবিনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। সে বললো, দাদা! তুমি কী করছো?" আমরা তো সবাই জানি একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কোন প্রতিমাকে পূজা করবো না। সীমা আরও কাঁদতে কাঁদতে বললো, রবিন যেন আর কোনদিন এ ধরনের মূর্তি পূজা না করে। সীমার কান্না দেখে রবিন বেশ কষ্ট পেলো। দুঃখিত হয়ে সে সীমার কাছে ক্ষমা চাইলো। সীমা রবিনকে জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করলো। সে সীমাকে কথা দিলো আর কোনদিন এ ধরনের কাজ করবে না।

"ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না"

শুভ্র খুব বুদ্ধিমান ছেলে কিন্তু খুবই দরিদ্র। তবে সে খুব ভদ্র। কাউকে কখনও তিরস্কার করে না। দরিদ্র হলেও সবসময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ জানায়। কোনভাবেই বা কোন কারণেই শুধু শুধু ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে না বা অযথা তার বিরুদ্ধে কোন কথাও বলে না। একদিন তার বন্ধু সমীর তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললো, তুই তো অনেক ভালো ছেলে তুই দিনে কতবার ঈশ্বরের নাম মুখে উচ্চারণ করতে পারবি? শুভ্র সমীরের চালাকি বুঝতে পেরে, খুব সরল মনে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বললো আমার প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রদ্ধাভরে তা স্মরণ করি। অযথা আমি তা করি না। শুভ্রর কথা শুনে সমীর একটু লজ্জিত হয়ে বললো, আমি খুবই দুঃখিত তোকে এভাবে পরীক্ষা করার জন্য। আমার ভুলের জন্য আমি ক্ষমা চাই। আজ থেকে আমিও ঈশ্বরের নাম অনর্থক নেবো না।

ক) চিন্তা করে লিখি

i) সুমন প্রতিদিন কী করে?

ii) রবিন কিসের মূর্তি এনে ঘরে রাখলো?

iii) সীমার কান্না দেখে কে কষ্ট পেলো?

iv) আমরা কার পূজা করবো না?

v) অযথা কার নাম নেয়া যাবে না?

খ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি

i) সুমন প্রার্থনায়	i) সুমন।
ii) গুরুজনদের আদেশ-নির্দেশ পালন করে	ii) বন্ধু শুভ্রকে।
iii) শুভ্র খুবই বুদ্ধিমান কিন্তু	iii) খুবই ধার্মিক।
iv) সমীর একদিন পরীক্ষা করেছে	iv) অমনোযোগী হয় না।
v) সীমার পরিবার	v) দরিদ্র।

গ) প্রথম আজ্ঞার গল্পের মত একটি গল্প বলি।

এ পাঠে শিখলাম

– **এক ঈশ্বরের সেবা ও পূজা করবো, প্রতিমা পূজা করবো না এবং ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবো না।**

পাঠঃ ৫

বিশ্রামবার শুদ্ধভাবে পালন

“বিশ্রামবারে বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে।”

উপাসনারত ভক্তগণ

৩য় শ্রেণির ছাত্রী স্নেহা প্রতি রবিবার এবং বিশিষ্ট উৎসবের দিনগুলোতে যথারীতি ভক্তিসহকারে উপাসনায় অংশগ্রহণ করে- কারণ তার পরিবার খুবই ধার্মিক। ছোটবেলা থেকেই তার বাবা-মা সবসময় স্নেহা সঙ্গে নিয়ে উপাসনালয়ে যায়। প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করে। তার মা বাবা প্রতিদিন বাড়িতে একসাথে প্রার্থনা করে। স্নেহা ও তার ভাই পরেশ তাতে যোগ দেয়। রবিবার দিন স্কুল খোলা থাকলেও বা তার বাবার কাজে যেতে হলেও যেকোন মূল্যে তারা উপাসনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে না। তাদের পারিবারিক বন্ধন খুবই সুদৃঢ়। তাদের সুন্দর ব্যবহারে সবাই খুব খুশি হতো। এভাবে আশে-পাশের অনেকেই তাদের মতো হতে চেষ্টা করতে থাকে।

সজল ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। প্রতি শুক্রবার সেবক ক্লাসে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বন্ধুদের সাথে বেড়াতে চলে যায়। এভাবেই প্রতি রবিবার মা বাবাকে ফাঁকি দিয়ে, সেবক হবার কথা বলে, সকালের উপাসনায় যোগদান করতে আসে। সেবক না হয়ে পিছনে বসে বন্ধুরা গল্প করে ও মোবাইল ব্যবহার করে। দানের টাকাগুলো দান বাক্সে না দিয়ে টিফিন কিনে খায়। একদিন তার মার মনে একটু সন্দেহ হলো। সজল চলে আসার পর তার মাও গির্জায় এসে তার ছেলের অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলেন। উপাসনা শেষ করে বাড়ি ফিরে গিয়েও সজলকে কিছু বলেননি। সান্ধ্য প্রার্থনার সময় তার মা দশ আজ্ঞাটি বাইবেল থেকে পাঠ করলেন। প্রার্থনা শেষে সজলের মা সবাইকে নিয়ে একটু আলোচনা করলেন। সারাদিন মূল্যায়নের ভিত্তিতে সজল তার ভুল মা ও পরিবারের সবার কাছে স্বীকার করলো। সে প্রতিজ্ঞা করলো আর কোনদিন উপাসনায় যোগদান করতে অবহেলা করবে না সাথে কাউকে ফাঁকিও দিবে না।

ক) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দেই।

i) স্নেহা প্রতি রবিবার উপাসনায় যোগদান করে/করে না/মাঝে মাঝে করে।

ii) তার পরিবার অধার্মিক/ধার্মিক/অবিশ্বস্ত।

iii) স্নেহা রাস্তায়/বাড়িতে/গির্জায়, রীতিমত দান দেয়।

iv) তাদের পারিবারিক কলহ/বিবাদ/বন্ধন খুবই সুদৃঢ়।

v) স্নেহার পরিবার বাড়িতে একা/একসাথে/আলাদা প্রার্থনা করে।

খ) ডান পাশের সঠিক তথ্য দিয়ে ছকটি পূরণ করি।

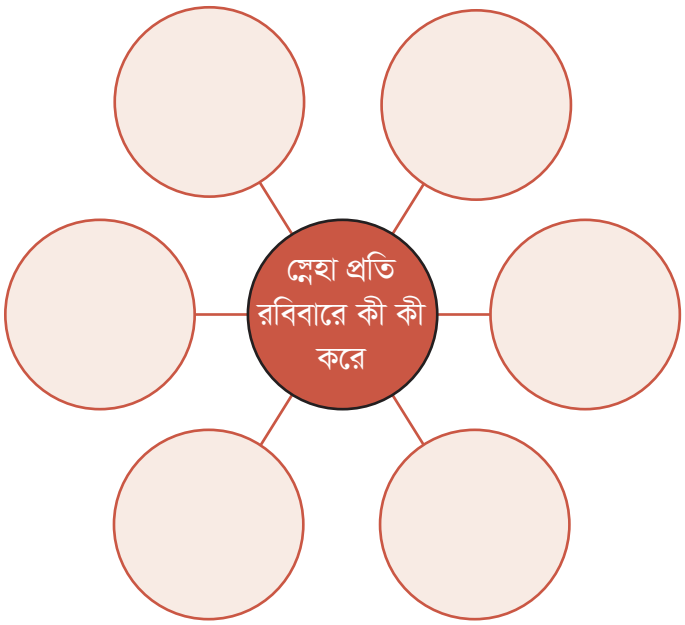

১. দান দেয়া
২. প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ
৩. উপাসনায় যোগ দেয়
৪. সারা দিন ঘুমায়
৫. অন্যকে সাহায্য করে
৬. গানে অংশ নেয়
৭. কাজে ফাঁকি দেয়
৮. সক্রিয়ভাবে প্রার্থনায় যোগ দেয়

গ) বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি।

i) স্নেহা রবিবার স্কুল খোলা থাকলেও	i) বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যায়।
ii) সজল ক্লাসে যাওয়ার নাম করে	ii) টিফিন খায়।
iii) সজলের মার মনে	iii) উপাসনায় যোগ দিতে প্রতিজ্ঞা করে।
iv) সজল দানের টাকা দিয়ে	iv) সন্দেহ হলো।
v) সজল তার ভুল বুঝতে পারে এবং	v) উপাসনায় যোগ দেয়।

এ পাঠে শিখলাম

– কীভাবে পবিত্র ও বিশ্বস্তভাবে বিশ্রামবার পালন করা যায়।

পাঠ: ৬

পিতামাতাকে সম্মান প্রদর্শন

"পিতামাতাকে সম্মান করবে"

সম্মান প্রদর্শন

সাগর পরিবারের ছোট ছেলে। ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। সবসময় মা বাবা যে কাজ দেয় তা করে, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের অনুগত থাকে। মা বাবার নির্দেশে রীতিমত পড়াশুনা করে। মা বাবার অনুমতি ছাড়া অযথা কোথাও যায় না। কোন সমস্যা হলে বা কাউকে কষ্ট দিলে, মাকে তা জানায়। তার বাবা একদিন গভীর রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সাগরের মা অস্থির হয়ে পড়েন। সাগর মাকে শান্ত হতে বলে দৌঁড়ে জগদীশদের বাড়ি যায়। তার বাবাকে অনুরোধ জানায় ডাক্তার ডাকতে। জগদীশের বাবা সাগরের অনুরোধে তাড়াতাড়ি সাগরকে নিয়ে কাছের হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসেন। ডাক্তার এসে দেখেন তার প্রেসার খুব বেড়ে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রেসারের ঔষধের সাথে একটি হালকা ঘুমের ঔষধ দেন। সাগরের বাবা ঘুমিয়ে গেলেও সাগর তার মা এবং জগদীশেরর বাবা সকাল পর্যন্ত জেগে থাকেন। ঘুম থেকে জেগে সাগরের বাবা সম্পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করেন। তিনি তখন সাগরসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সাগরও প্রথমত ঈশ্বরকে, পরে মা বাবাকে ও জগদীশেরর বাবাকে ধন্যবাদ জানায়। মা বাবার প্রতি সাগরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে রোমিও খুবই খুশি হয়। সেও মা বাবার বাধ্য থেকে তাদের যত্ন নিতে প্রতিজ্ঞা করে।

ক) নিচের ছকে সাগরের পরিচয় লিখি।

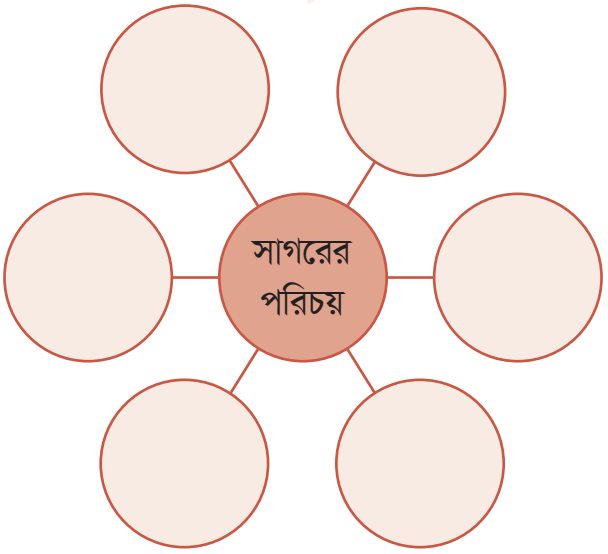

খ) সাগরের মতো আমরা মা বাবার জন্য কী কী করি তা নিচের ছকটিতে লিখি।

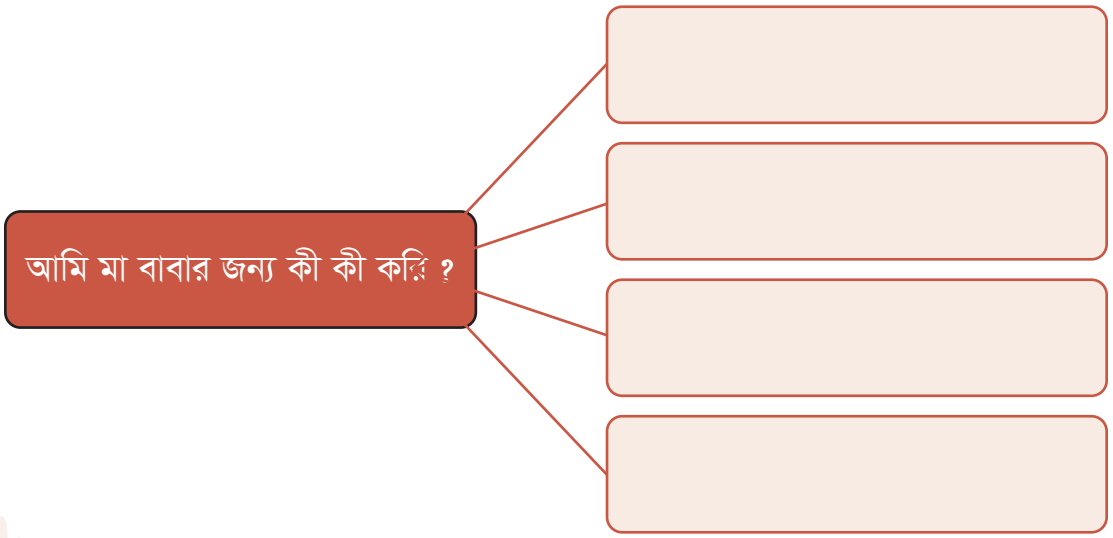

গ) মা বাবাকে কীভাবে সম্মান করি সেরকম একটি ছবি সংগ্রহ করি।

এ পাঠে শিখলাম

– যথাযথভাবে পিতা-মাতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবো।

অধ্যায়

২

দ্বিতীয় অধ্যায়
যীশুর কর্মজীবন

যীশু জন্মের পর থেকেই তাঁর মা-বাবার সাথে থাকতেন। বড় হতে শুরু করলে তিনি মা-বাবাকে ঘরের কাজে সাহায্য করতেন। বিশেষভাবে কাঠমিস্ত্রি বাবাকে সব কাজেই সাহায্য করতেন। কাজের সাথে সাথে মা-বাবার সাথে তখনকার প্রথা অনুযায়ী মন্দিরেও যেতেন। সুযোগ পেলেই পণ্ডিতদের সাথে কথাবার্তা বলতে গিয়ে জ্ঞানী লোকের মতো শিক্ষা দিতেন। এতে সবাই খুব আশ্চর্য হতো। দেখতে দেখতে তিনি বড় হতে লাগলেন। কালের পূর্ণতায় তিনি তাঁর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

সমাজগৃহে যীশু

পাঠঃ ১

যীশুর প্রচার কাজ

(লুক ৪:১৭-২১)

যীশু মা-বাবার কাছ থেকেই শিখেছেন, যে কোনো কাজের জন্যই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। শৈশবে তিনি মা-বাবার মতো নিরব কর্মী ছিলেন। নিরবতার মধ্য দিয়েই তিনি কাজ করতেন। তিনি যে ঈশ্বরপুত্র তা তিনি কখনও চিন্তা করতেন না বা কাউকে বুঝতেও দিতেন না। ঈশ্বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি মায়ের কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে কাজের প্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁর অভ্যাস মতো তিনি বিশ্রামবারে সমাজগৃহে গেলেন। সেখানে শাস্ত্র পাঠ করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে দেওয়া হলো প্রবক্তা যিশাইয়ের বাণীগ্রন্থ। গ্রন্থ খুলে তিনি সেই অংশটি পেলেন, যেখানে লেখা আছে, "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত। কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে; বন্দির কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি-লাভের কথা ঘোষণা করতে; পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে।" গ্রন্থটি বন্ধ করে যীশু সেবকের হাতে তা ফিরিয়ে দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। সমাজগৃহের সকলেই তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো। তখন তিনি তাদের এই কথা বললেন: "এই শাস্ত্রের উক্তি আজই সত্য হলো– যখন তোমরা তা শুনতে পেলে, তখনই!"

ক) যীশু যাদের কাছে প্রচার করেছেন তার সঠিক তালিকা, চিত্র দেখে নিজে লিখি।

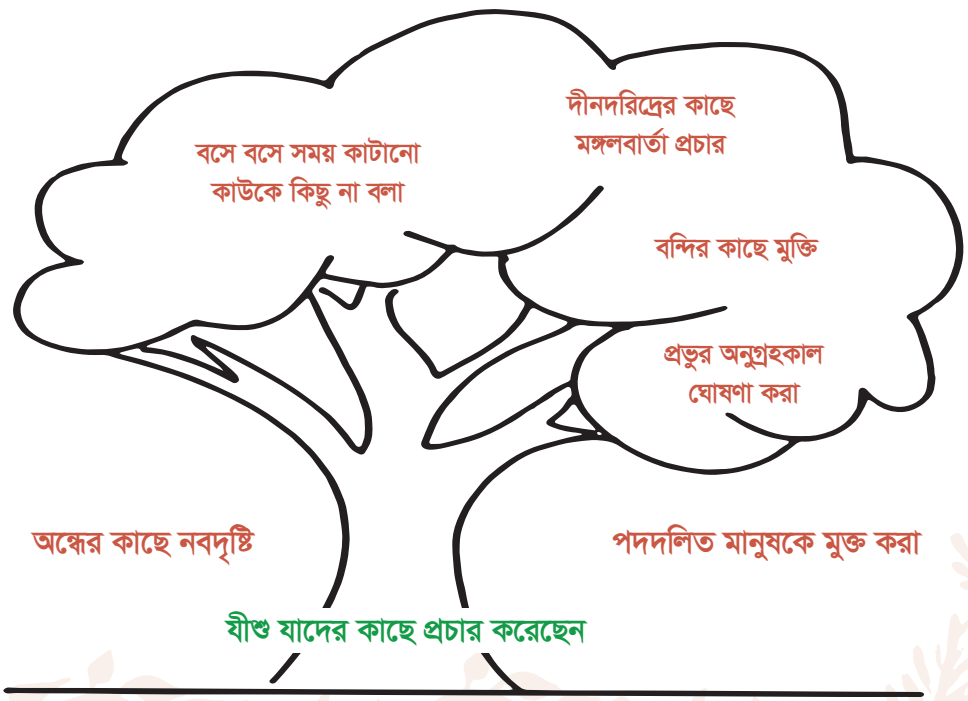

খ) বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
i) প্রভুর আত্মিক প্রেরণা	i) অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি-লাভের কথা ঘোষণা করতে।
ii) প্রভু, যীশুকে	ii) মুক্তির বাণী প্রচার করতেন।
iii) যীশু পদদলিত মানুষকে	iii) আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত।
iv) যীশু বন্দির কাছে	iv) মুক্ত করে দিতেন।
v) যীশু প্রেরিত হয়েছিলেন	v) অভিষিক্ত করেছেন।

গ) আমি কীভাবে প্রচার কাজ করতে পারি তা ছকে লিখি।

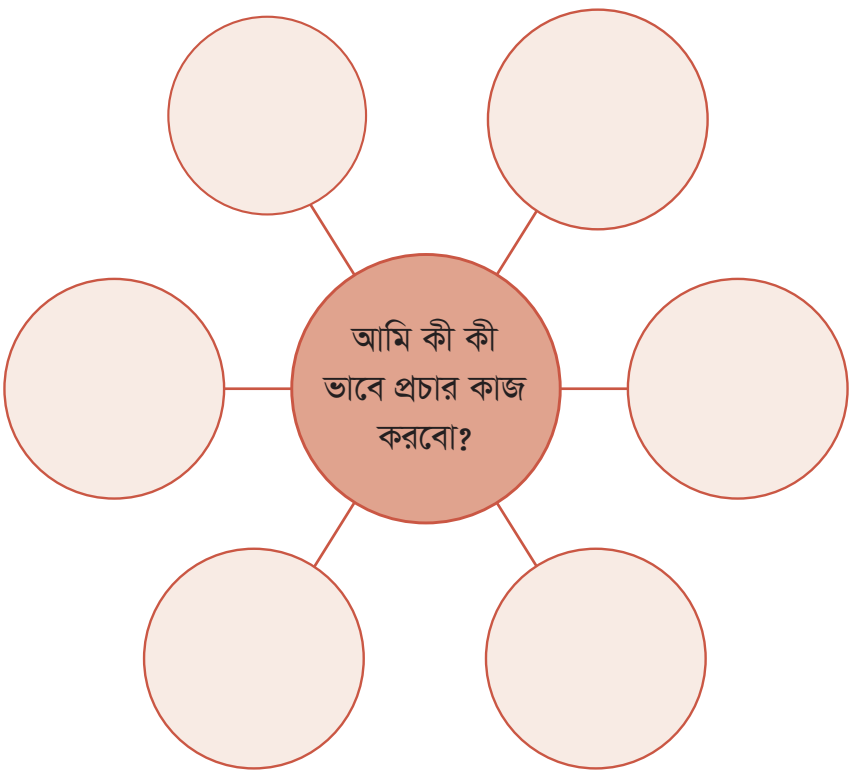

এ পাঠে শিখলাম

- যীশু প্রচারকাজের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি দীনদরিদ্র ও অবহেলিতদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে এসেছিলেন।

পাঠঃ ২

যীশুর শিক্ষাজীবন

(লূক ৫: ১-৩, মার্ক ৪: ১-২)

গালীল প্রদেশের নাসারথ গ্রামে যীশু তাঁর বাবা যোসেফের সাথে যে কাজ করতেন, একসময় তা তিনি ছেড়ে দিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন– তাঁর জীবনের আসল কাজ শুরু করতে হবে। ইতোমধ্যে পিতর, ফিলিপ ও নাথানিয়েল নামে কয়েকজন তাঁর কাছে এলেন। যীশু ঈশ্বরের সুখবর লোকদের কাছে প্রচার করতে শুরু করলেন।

শিষ্যদের আহ্বান

যীশু প্রথমেই মন্দ পথ বাদ দিয়ে ঈশ্বরের সুখবরে বিশ্বাস করতে শিক্ষা দিলেন। তাদের মন পরিবর্তন করতে বললেন। তিনি যেহেতু নাসারেথের লোক তাই সেখানকার লোকেরা তাঁর কথা শুনতে চাইতো না। একই সাথে তিনি বিশ্রামবারে সমাজগৃহে (প্রার্থনাগৃহে) অর্থাৎ যেখানে উপাসনা হতো সেখানেও শিক্ষা দিতেন। এছাড়াও তিনি গ্রামে-গ্রামে গিয়েও শিক্ষা দিতেন। যেখানে লোকেরা খুব আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে তাঁর কথা শুনতো। যারা তাঁর কথা শুনতো তারা সবাই খুব অবাক হতো। তিনি যথেষ্ট সাহসের সাথেই দক্ষতা নিয়ে শিক্ষা দিতেন। তারা মনে মনে ভাবতো– কী করে তিনি এভাবে নতুন চিন্তা নিয়ে কথা বলেন। তাঁর কথাগুলো যেন আগুনের মতোই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবেই দূরের ও কাছের অনেকেই তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতে শুরু করলো। তিনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিক্ষা দিতেই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর নিজের জন্য কোনো সময়ই পেতেন না। তিনি যখন অনেক দূরে যেতেন তখনও লোকেরা তাঁর পিছু পিছু যেতে থাকতো। ক্লান্ত হলেও তিনি লোকদের সাথে থাকতেন।

একদিন অনেক লোক সাগর পাড়ে ভিড় করছে দেখে যীশু কাছেই পিতরের নৌকাটিতে উঠে একটু দূরে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর তিনি সেখান থেকেই লোকদের ঈশ্বরের কথা শিক্ষা দিতে লাগলেন। আর শিক্ষা দিতে দিতে তিনি প্রথমে জেলে পিতর ও তার ভাই আন্দ্রিয়কে তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন। আস্তে আস্তে তিনি তাঁর বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পিতর ও আন্দ্রিয়ের সহায়তায় যাকোব ও যোহনকেও তাঁর সঙ্গী করলেন। তারা চারজনই ছিলেন জেলে। মাছ ধরা জেলে থেকে তিনি তাদের মানুষধরা জেলে হিসেবে বেছে নিলেন। তবে তিনি শুধু জেলে নয় কিন্তু আরও বেশ কয়েকজন অন্য পেশার লোকও তার সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ১২জনকে বেছে নিয়েছেন যাতে তারা তাঁর কাজকর্ম দেখে তা অনুসরণ করতে পারে।

ক) ডান পাশের তথ্যের সাথে বাম পাশের তথ্যের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
i) যীশু ঈশ্বরের সুখবর	i) ১২ জনকে।
ii) তিনি জেলে পিতর ও তার ভাই আন্দ্রিয়কে.....	ii) যাকোব ও যোহনকেও।
iii) তাছাড়াও তিনি তাঁর প্রচার সঙ্গী করলেন	iii) তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন।
iv) যীশু তাঁর কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন.....	iv) প্রচার করতেন।

খ) যীশু কোথায় কোথায় শিক্ষা দিতেন তা পাশের সঠিক শব্দ দিয়ে পূরণ করি।

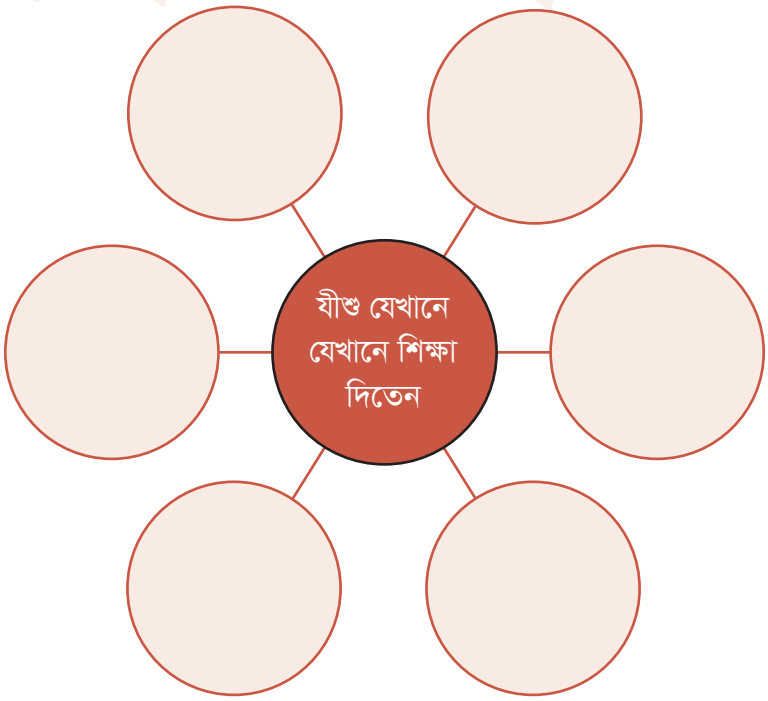

১. নৌকায়
২. প্রার্থনাগৃহে
৩. জাহাজে
৪. সমাজগৃহে
৫. উপসনাগৃহে
৬. আকাশে
৭. গ্রামে গ্রামে
৮. মন্দিরে

গ) শুদ্ধ উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দেই।

i) যীশু পিতরের নৌকায় উঠে শিক্ষা দিতে লাগলেন।
ii) লোকেরা যীশুকে তুচ্ছ করতো।
iii) তারা সবাই তাঁর পিছু পিছু যেতো।
iv) যীশু ক্লান্ত হলেই তাদের ছেড়ে চলে যেতেন।
v) তিনি সাহস ও দক্ষতা নিয়ে শিক্ষা দিতেন।

এ পাঠে শিখলাম

– **যীশু ঈশ্বরের সুখবর প্রচার করলেন ও মন পরিবর্তনের আহ্বান করেন। প্রচার কাজের জন্য শিষ্যদের বাছাই করলেন।**

পাঠঃ ৩

যীশুর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

(মথি ৫:১-১০)

যীশু শুধু খোলা জায়গায় বা সাগরপাড়েই শিক্ষা দেননি তিনি সমাজঘরেও শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে অনেক সময় মাঠে বা রাস্তার ধারে সবুজ ঘাসের উপরে বসতেন। তারা তাঁর দেয়া শিক্ষা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তিনি তাদের শিক্ষা দেন, কারা জীবনে সত্যিকারের সুখী এবং কারাই বা ধন্য। এভাবে দরিদ্র এবং অতি সাধারণ জীবন-যাপন যারা করে তারাই ধন্য এবং সুখী। সেজন্য যীশুর শিক্ষা হলো– আমরা যেন জীবনে কোনোকিছুর জন্য অতিরিক্ত চিন্তা না করি। সবসময় যেন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ প্রার্থনায় একনিষ্ঠ হয়ে চলতে পারি। কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে এবং কোথায় করতে হবে তাও তিনি শিক্ষা দেন। এভাবেই তাঁর প্রতিটি শিক্ষার গভীর অর্থ তিনি শিষ্যদের এবং সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিতেন। শিষ্যেরা যেমন যীশুর শিক্ষানুসারে জীবন-যাপন করতেন, তেমনি তাঁর কথা এবং শিক্ষা অন্যদেরকেও জানিয়েছিলেন। আমরাও যেন সেভাবেই সর্বদা করতে সচেষ্ট হই।

শিক্ষাদানরত যীশু

"একদিন লোকের ভিড় দেখে যীশু কাছের পাহাড়টায় গিয়ে উঠলেন। তিনি সেখানে বসলেন, তখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি তাদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন–

অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা- স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
দুঃখে-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা– তারাই পাবে সান্ত্বনা।
বিনয়ী কোমল প্রাণ যারা, ধন্য তারা– প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।
ধার্মিকতার দাবী পূরণের জন্য তৃষিত ও ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা– তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
দয়ালু যারা, ধন্য তারা– তাদেরই দয়া করা হবে।
অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা– তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পারবে।
শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা– তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।
ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা– স্বর্গরাজ্য তাদেরই।"

ক) নিচের সঠিক বাক্যগুলোর পাশে টিক(√) চিহ্ন দেই।

i) যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মাঠে, রাস্তার ধারে ঘাসের উপর বসতেন।
ii) শিষ্যেরা যীশুর শিক্ষা শুনতেন না।
iii) যীশুর শিক্ষা হলো– সর্বদা ঈশ্বরে নির্ভর করা।
iv) প্রার্থনায় অমনোযোগী হওয়াই যথার্থ।
v) যীশু তাঁর প্রতিটি শিক্ষার গভীর অর্থ শিষ্যদের বুঝিয়ে দিতেন।

খ) বাম পাশের তথ্য অনুযায়ী ডান পাশের খালি জায়গায় সঠিক তথ্য লিখি।

বাম পাশ	ডান পাশ
i) অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা	i)
ii) দয়ালু যারা, ধন্য তারা	ii)
iii) দুঃখে-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা	iii)
iv) শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা	iv)

গ) আমরা একসাথে গান করি।

অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা.....।

এ পাঠে শিখলাম

– **পর্বতের উপর যীশুর দেয়া শিক্ষা যা অষ্টকল্যাণ বাণী নামে পরিচিত। অন্তরে যারা দীন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন-যাপন করে যারা তারাই ধন্য এবং প্রকৃতপক্ষে সুখী।**

পাঠ: ৪

পরম আরোগ্যদাতা যীশু

(লূক ৪:৩৮–৪০)

যীশু সমাজগৃহ থেকে বেরিয়ে সিমোনের বাড়িতে এসে ঢুকলেন। সিমোনের শাশুড়ী তখন প্রবল জ্বরে ভুগছিলেন; লোকেরা তাঁর জন্যে যীশুর কাছে অনুরোধ জানালো। যীশু এসে তাঁর দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন, জ্বরটাকে ধমক দিলেন তিনি, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটা সিমোনের শাশুড়ীকে ছেড়ে চলে গেলো। তিনি তখনই উঠে তাদের সেবা-যত্ন করতে শুরু করলেন। সেদিন সূর্য ডুবু ডুবু, যাদের ঘরে কোনো না কোনো রোগে পীড়িত লোক ছিলো তারা সকলেই যীশুর কাছে তাদের নিয়ে আসতে লাগলো। তাদের প্রত্যেকের উপর একবার হাত রেখে তিনি তাদের সারিয়ে তুলতে লাগলেন।

সৌরভ ও সুরভী দুই ভাইবোন। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। তাদের বাবা একজন অফিস কর্মকর্তা এবং মা একজন স্কুল শিক্ষিকা। তাদের ঠাকুরমাও তাদের সঙ্গে থাকেন। পরিবারটি খুবই ধার্মিক এবং প্রার্থনাশীল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একত্রে প্রার্থনা করে, বাইবেল পাঠ করে এবং বাইবেলের বাণীর অর্থ বুঝতে সহভাগিতা করে। খুব সুন্দরভাবে তাদের দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন ছোট সুরভী এক জটিল ভাইরাসে আক্রান্ত হয়।

আরোগ্যদাতা যীশু

মরণাপন্ন অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । তার পরিবারের সবাই প্রতিদিন করজোড়ে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে। ডাক্তারগণও বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সৌরভের মা-বাবা ও ঠাকুরমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো সুরভী ভালো হবেই। প্রায় দশদিন পর সকালে দেখা গেলো সুরভী জোরে জোরে প্রভুকে বলছে, "প্রভু যীশু তোমাকে ধন্যবাদ" সুরভীর সুস্থতা দেখে ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য রোগীরা অবাক হলো। ঈশ্বরে তারাও বিশ্বাসী হয়ে উঠলো।

ক) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে টিক (√) চিহ্ন দেই।

i) যীশু উপাসনা ঘর/সমাজগৃহ/ প্রার্থনাগৃহ থেকে বেরিয়ে সিমোনের বাড়িতে গেলেন।

ii) সিমোনের শাশুড়ী তখন প্রবল জ্বরে/ঠাণ্ডায়/কাশিতে ভুগছিলেন।

iii) লোকেরা পিতরের/ যোহনের/যীশুর কাছে অনুরোধ জানালো।

iv) যীশু জ্বরটাকে ধমক/থাপ্পর/ ধাক্কা দিলেন।

v) সিমোনের শাশুড়ী তখন নাচতে/ সেবাযত্ন করতে/গান করতে শুরু করলো।

খ) চিন্তা করে সঠিক তথ্য দিয়ে ছকটি পূরণ করি।

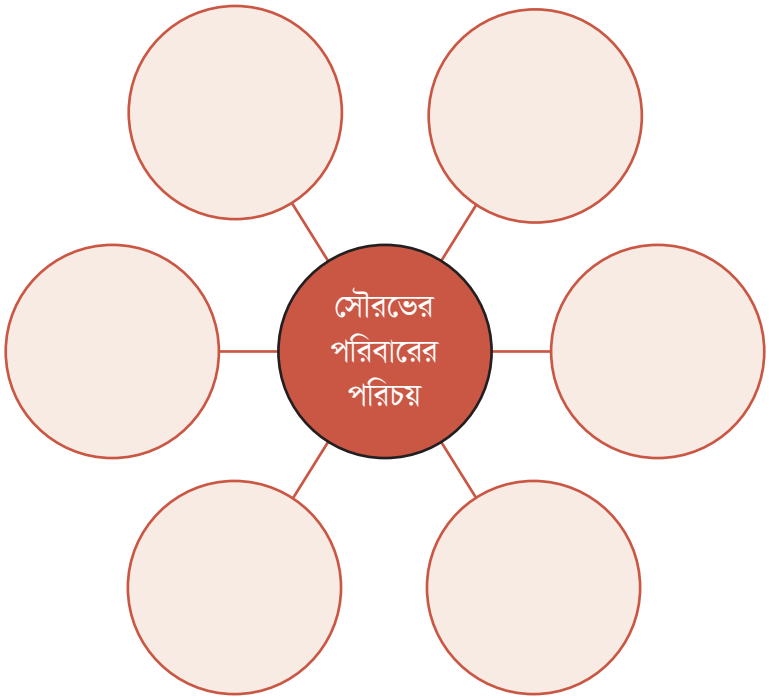

এ পাঠে শিখলাম

- **আরোগ্যদাতা যীশু মুখের কথায় অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করেন।**

পাঠঃ ৫

আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী যীশু

(যোহন ১১:৫-১৫)

যীশু তাঁর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে মানুষকে নিরাময়তা দান করেছেন। তিনি শুধু শারীরিক নিরাময়তা দান করেননি, আধ্যাত্মিকভাবেও নিরাময় করেছেন। তিনি মানুষকে তাঁর ভালোবাসা দিয়েও নিরাময়তা লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। যীশু যে একজন নিরাময়কারী তা বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে জানা যায়।

নিরাময়কারী যীশু

মার্থা, মরিয়ম ও লাসারকে যীশু খুব ভালোবাসতেন। লাসার একদিন খুব অসুস্থ হলে মার্থা ও মরিয়ম যীশুকে অনুরোধ জানালেন যেন, তিনি তাদের বাড়িতে এসে লাসারকে সুস্থ করেন। যীশু সে সময়ে তাদের বাড়িতে আসেননি। যদিও মার্থা ও মরিয়ম ভেবেছিলো যে, তিনি হয়তো খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসবেন। যীশুর না আসার একটি উদ্দেশ্য ছিলো। যীশু অবশ্য যিরূশালেমে আসলেন আরও দুদিন পরে। ইতোমধ্যে লাসার মারা গেছে। যীশু যিরূশালেমের কাজ শেষ করে বৈথনিয়াতে গেলেন। তখন লাসারের মৃত্যুর প্রায় চারদিন অতিবাহিত হয়েছে। মার্থা তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং কিছুটা অনুযোগের স্বরে বললেন যে, তিনি যদি সেখানে থাকতেন তাহলে লাসার হয়তো মারা যেতেন না। যীশু তখন তাদের বললেন যে, লাসার আবার জীবিত হবে। মার্থা যীশুর কথার অর্থ বুঝতে পারেননি। মরিয়ম তখনও যীশুর কাছে আসেননি। তাই মার্থা তাকে ডেকে নিয়ে এলেন। মরিয়ম ও মার্থার মতো অনুযোগ জানালো। মরিয়ম এরপর কাঁদতে শুরু করলেন। তার কান্না দেখে সবাই কাঁদতে শুরু করলেন। যীশুও কাঁদতে লাগলেন। সবাই বুঝতে পারলো যে- যীশু সত্যিই লাসারকে খুব ভালোবাসতেন।

যীশু তখন সবাইকে নিয়ে কবরের কাছে গেলেন। তিনি তাদের আদেশ দিলেন যেন, কবরের মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দেয়া হয়। সবাই কিছুটা অবাক হলো। যীশু সেখানে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলেন এবং জোরে লাসারকে ডাকলেন। তিনি বললেন, "লাসার বেরিয়ে এসো" আর সত্যিই লাসার বেরিয়ে এলো। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাপড়ে মোড়ানো ছিল। যীশুর নির্দেশে তা খুলে দেওয়া হলো। যারা সেখানে এইসব ঘটনা দেখেছে, তারা বিশ্বাস করলো যে, যীশু সত্যিই ঈশ্বর। আসলে যীশু মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থতা দান করে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন।

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দেই

i) আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে যীশু নিরাময়তা দান করেছেন।

ii) যীশু শারীরিক নিরাময়তা দান করেছেন।

iii) যীশু লাসারকে মোটেই ভালোবাসতেন না।

vi) যীশু তাদের বললেন, লাসার আবার জীবিত হবে।

v) মার্থা যীশুর কথার অর্থ বুঝেছিলো।

খ) চিন্তা করি ও লিখি।

i) লাসার অসুস্থ হলে মার্থা ও মরিয়ম কী করেছিলেন?

ii) যীশু কেন লাসারকে দেরিতে দেখতে এসেছিলেন?

iii) যীশু মৃত লাসারের জন্য কী করেছেন?

vi) তোমার কেউ অসুস্থ হলে তুমি কী করো?

v) তোমার প্রিয় ব্যক্তি মারা গেলে তুমি কী করো?

গ) আমার ক্লাসের কোনো বন্ধু অসুস্থ হলে তার জন্য কী কী করতে পারি তা নমুনা ছকে লিখি।

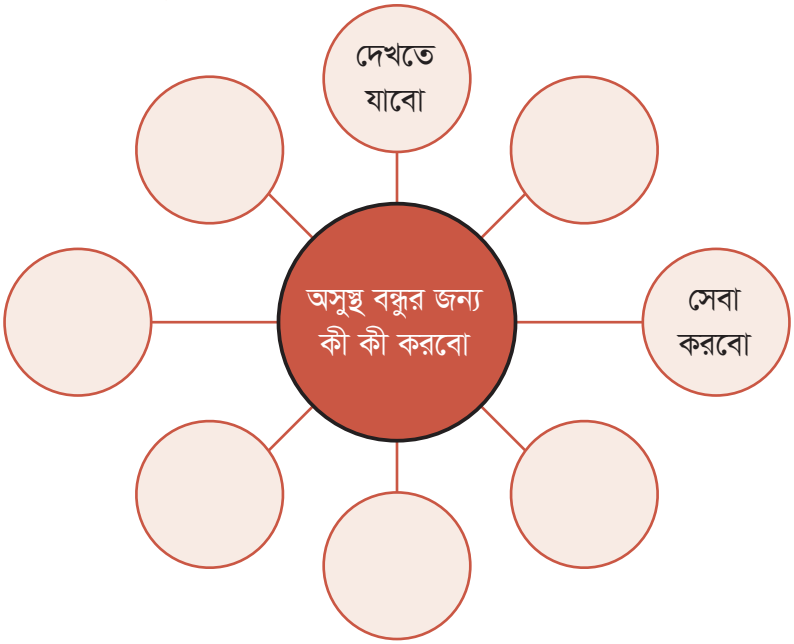

এ পাঠে শিখলাম

- **যীশু শারীরিক, আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী ও জীবনদাতা।**

পাঠ: ৬

পরিত্রাতা যীশু

(মার্ক ১০: ৪৬-৫২)

যীশু তখন জেরিখো/ যিরীহো শহরের কাছেই এসে পড়েছেন। পথের ধারে তীময়ের ছেলে অন্ধ বরতীময় বসে আছে, সে ভিক্ষা করছে। বহু লোক তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শুনতে পেয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'ব্যাপারটা কী ঘটছে'? লোকেরা তাকে বললো, "নাসারেথের যীশু শহরে আসছেন।" অন্ধ লোকটি তখন চিৎকার করে বলতে শুরু করে, "দাউদ-সন্তান যীশু, আমাকে দয়া করুন।" যারা আগে আগে চলছিলো, তারা তাকে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ কর"। কিন্তু সে তখন আরও অনেক বেশি জোরে চিৎকার

অন্ধ বরতীময়

করতে থাকে, "দাউদ-সন্তান যীশু, আমাকে দয়া করুন"। যীশু তখন সেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধ লোকটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। সে কাছে এলে যীশু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাও তুমি? বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?" অন্ধ লোকটি উত্তর দেয়. "আমি যেন আবার চোখে দেখতে পাই!" তখন যীশু তাকে বললেন, "বেশ, তুমি আবার চোখে দেখতে পাবে। তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সারিয়ে তুলেছে।" সঙ্গে সঙ্গে সে আবার চোখে দেখতে পায়। সে তখন ঈশ্বরের বন্দনা করতে করতে যীশুর পিছনে পিছনে চলতে শুরু করে। তাই দেখে সেখানে সকলেই ঈশ্বরকে স্তুতি জানাতে শুরু করে।

ক) বাম দিকের তথ্যের সাথে ডান দিকের তথ্যের মিল করি।

বাম পাশ	ডান পাশ
i) যীশু ও তাঁর সঙ্গীরা	i) শহরে এসেছেন।
ii) পথের ধারে বসে আছে	ii) "দাউদ-সন্তান যীশু, আমাকে দয়া করুন।"
iii) নাসারেথের যীশু	iii) তীময়ের ছেলে অন্ধ বরতীময়।
iv) অন্ধ বরতীময় বললো,	iv) চুপ কর।
v) লোকেরা বরতীময়কে ধমক দিয়ে বললেন,	v) জেরিখো/ যিরীহো নগরে এলেন।

খ) যীশু অন্ধ লোকটির জন্য কী কী করেছেন ডান পাশ থেকে তথ্য নিয়ে ছকে লিখি।

১. সমস্যা শুনেন
২. তাঁর কাছে আসতে বলেন
৩. কিছুই শুনতে চান না
৪. ভালোবাসলেন
৫. তার বিশ্বাস দেখে অবাক হলেন
৬. যীশু সুস্থ করলেন
৭. অফুরন্ত দরদ দেখালেন
৮. তার জন্য মমতা হয়েছে

গ) সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে টিক(√) চিহ্ন দেই।

i) যীশু জেরিখো/যিরীহো/জেরূসালেম/ ইস্রায়েল শহরের কাছে এসে পড়েছেন।

ii) পথের ধারে একজন/দুইজন/তিনজন অন্ধ লোক বসে আছে।

iii) বরতীময়ের অবিশ্বাস/বিশ্বাস/ক্ষীণ বিশ্বাসই তাকে সুস্থ করেছে।

iv) যীশু বলেছিলেন, তুমি আবার শুনতে পারবে/বুঝতে পারবে/দেখতে পারবে।

v) সকলেই ঈশ্বরের নিন্দা/অপমান/স্তুতি জানাতে শুরু করে।

ঘ) আমার জানা মতে- যীশুর কাছে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করে সুস্থতা লাভ করেছে সেরকম একটি ঘটনা বলি।

এ পাঠে শিখলাম

- বিশ্বাস নিয়ে যীশুর কাছে প্রার্থনা করলে পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

অধ্যায়

৩

তৃতীয় অধ্যায়

পরোপকার ও শ্রদ্ধাবোধ

পাঠঃ ১

পরোপকার কী

উপকার অর্থ ভালো কিছু করা। 'পরোপকার' বলতে আমরা বুঝি অন্যের উপকার করা। একে অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা। নানাভাবে আমরা মানুষকে সাহায্য করতে পারি। সুমার বন্ধু রুমা ক্লাসে পেনসিল আনেনি। সে লিখবে কী করে? সুমা তাকে একটি পেনসিল দিয়ে সাহায্য করলো। একেই বলে পরোপকার। অন্যের জন্য ভালো কিছু বা উপকার করার মনোভাব থাকা প্রয়োজন। আমরা শুধু নিজের কথা ভাববো না। যতটা সম্ভব আমরা মানুষের প্রয়োজন ও বিপদের সময় এগিয়ে আসবো।

দয়ালু শমরীয়

পরোপকার করা

পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত দয়ালু শমরীয়'র গল্পটি পরোপকারের একটি চমৎকার উদাহরণ

(লূক ১০:২৫-৩৭ পদ)

একবার একজন ধর্ম-শিক্ষক যীশুর কাছে আসলেন। যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্য সেই শিক্ষক বললেন, "গুরু, কী করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবো?"

যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন-

যীশু তাঁকে বললেন," মোশীর আইন-কানুনে কী লেখা আছে? সেখানে কী পড়েছেন?"

সেই ধর্ম-শিক্ষক যীশুকে উত্তর দিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসবে।" যীশু তাকে বললেন, "আপনি ঠিক উত্তর দিয়েছেন। যদি আপনি তা করতে থাকেন তবে জীবন পাবেন।" সেই শিক্ষক নিজের সম্মান রক্ষা করবার জন্য যীশুকে বললো, আচ্ছা আমার প্রতিবেশী কে?

যীশু উত্তর দিলেন,"একজন লোক যিরূশালেম থেকে যিরিহো শহরের যাবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়লো। তারা লোকটির কাপড় খুলে ফেললো এবং তাকে মেরে আধমরা করে রেখে গেলো।

পুরোহিত ও লেবীয়

একজন পুরোহিত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই লোকটিকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। ঠিক সেইভাবে একজন লেবীয় সেই জায়গায় আসলো এবং তাকে দেখতে পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।

দয়ালু লোকটি

তারপর শমরীয় প্রদেশের একজন লোকও সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঐ লোকটির কাছাকাছি আসলো। তাকে দেখে তার মমতা হলো। লোকটির কাছে গিয়ে সে তার আঘাতের উপর তেল আর আঙ্গুর-রস

ঢেলে দিয়ে বেঁধে দিলো। তারপর তার নিজের গাধার উপর তাকে বসিয়ে একটা পান্থশালায় নিয়ে গিয়ে তার সেবা-যত্ন করলো। পরের দিন সেই শমরীয় দু'টা দীনার বের করে পান্থশালার মালিককে গিয়ে বললো, 'এই লোকটিকে যত্ন করবেন। যদি এর চেয়ে বেশি খরচ হয় তবে আমি ফিরে এসে তা শোধ করব।" শেষে যীশু বললেন, "এখন আপনার কী মনে হয়? এই তিন জনের মধ্যে কে সেই ডাকাতের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী? সেই ধর্ম-শিক্ষক বললেন, " যে তাকে সেবা-যত্ন করলো সেই লোক।" তখন যীশু তাকে বললেন,"তাহলে আপনিও গিয়ে সেই রকম করুন।"

ক) ভেবে সঠিক স্থানে টিক (√) চিহ্ন দেই।

i) এই গল্পে কে সত্যিকারের পরোপকারী? পুরোহিত/ লেবীয়/ শমরীয় লোকটি

ii) মানুষকে উপকার করতে হলে হৃদয়ে কী থাকতে হবে? ভালোবাসা/ কোমলতা/ সহনশীলতা

iii) ১ম ও ২য় লোকের দুইজনের ব্যবহার কেমন ছিলো? এড়িয়ে যাওয়া/নিষ্ঠুরতা/ দায়িত্বহীনতা

iv) শমরীয় লোকটির কোন কাজের জন্য তাকে পরোপকারী বলা যায়? সেবা-যত্ন/ টাকা-পয়সা দান/দয়া দেখানো

খ) নিজের মতো লিখি।

তুমি কীভাবে অন্যের উপকার করতে পারো?

গ) আরো কিছু করি।

তোমার জানা বা দেখা কোন পরোপকারের ছবি আঁকো।

এ পাঠে শিখলাম

– **শমরীয় লোকটি কীভাবে ডাকাতের হাতে পড়া অপরিচিত লোকটির সেবা-যত্ন ও উপকার করলো।**

পাঠঃ ২

পরোপকার হলো সেবামূলক কাজ

তোমরা পূর্বের পাঠ থেকে পরোপকার সম্পর্কে জানতে পেরেছো। দয়ালু শমরীয় গল্পটি তোমরা পড়েছো এবং জেনেছো। দয়ালু শমরীয় ডাকাতদের হাতে আঘাতপ্রাপ্ত লোকটির সেবা করে তাকে পান্থশালায় নিয়ে ভর্তি করলেন। নিজের কাজের ক্ষতি জেনেও তার জন্য সময়, সেবা ও অর্থ (টাকাপয়সা) দিলেন। ঈশ্বরও চান এভাবে যেন আমরা মানুষকে ভালোবাসি, মানুষের উপকার করি।

পরোপকার হলো সেবামূলক কাজ

ক্ষুধার্ত শিশুকে খাবার দেয়া

তৃষ্ণার্ত শিশুকে পানি পান করানো

মানুষের একটি প্রধান চারিত্রিক গুণ হলো পরের উপকার করা। অন্যের উপকার করাকেই বলা হয় পরোপকারিতা। পরোপকার মানবীয় মহৎ গুণ। সেবার মাধ্যমে পরোপকার সাধিত হয়। যদি কোন মানুষের উপকার করা হয় তাহলে তা অবশ্যই মহৎ কাজ। যীশুখ্রীষ্ট সব মানুষকে ভালোবাসেন। আমরাও সবাই যীশুকে ভালোবাসি। মানুষকে ভালোবাসলে, মানুষের সেবা করলে যীশু খুশি হন। আমরা যখন কোন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেই। যখন কোন তৃষ্ণার্ত মানুষকে পান করবার জন্য পানি দেই। অথবা যখন কোন অসুস্থ মানুষকে সেবা করি তা যীশুকেই করা হয়।

"যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিলো তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে: আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।" **(মথি:২৫: ৩৫-৩৬, ৪০)**

ক) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দেই।

i) পরোপকার একটি ভালো গুণ।

ii) লোকটি বাঘের কবলে পড়লো।

iii) লেবীয় ও পুরোহিত লোকটির সেবাযত্ন করলো।

iii) ডাকাতরা লোকটির সবকিছু নিয়ে গেলো।

iv) লোকটি আধমরা হয়ে পড়েছিলো।

v) শমরীয় প্রদেশের লোকটি একজন ভালোমানুষ।

খ) পথশিশু/অনাথ আশ্রম পরিদর্শন/দেখা।

পবিত্র বাইবেলের দয়ালু শমরীয়র গল্পটি শোনার পর শিশুদের একটি পথশিশু /অনাথ আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হবে।

গ) নিজে করি।

পথশিশু/অনাথ শিশুদের সাথে থাকতে থাকতে শিশুরা নিজ পরিবেশে বা গ্রামে/মহল্লায় কী কী সেবাকাজ করতে পারে তা খুঁজে বের করবে।

এ পাঠে শিখলাম

- অভাবী, গরিব-দুঃখী ভাইবোনদের সেবা করলেই যীশুকে সেবা করা হয়।

পাঠঃ ৩

পরোপকারী হওয়া

মানুষ মানুষের জন্য। কোন মানুষ বিপদে পড়লে আমাদের দায়িত্ব তার পাশে দাঁড়ানো। তাকে সাহায্য করা। যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। মানুষকে সেবা বা উপকার করলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

পরোপকারী হওয়া খুব ভালো। তাই অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে কখনো নিজেকে বিরত রাখবো না। সবসময় চেষ্টা করবো সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার। সকলকে সাহায্য করার। সকলের খেয়াল রাখার। এভাবে এক অপরকে সাহায্য করলে সমাজ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হবে এবং সকলের মুখে হাসি ফুটবে। তুমি যখন পরোপকারী হবে, নিজের মধ্যে একটি ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি হবে। নিজেকে অনেক ধন্য ও কৃতার্থ মনে হবে। তাই আমাদের উদার ও পরোপকারী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

শীতের কাপড় বিতরণ

ওবেদের বয়স আট বছর। সে তার মায়ের সাথে শীতের এক সন্ধ্যায় রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। তখন সে দেখে তার বয়সী ছোট একটা ছেলে এবং তার আরো তিন ভাইবোন ও তার মা রাস্তায় বসে আছে। তাদের শীতের কোন কাপড় নেই। তারা শীতে কাঁপছে। ওবেদ তার মাকে বললো, "মা আমাদেরতো অনেক কাপড় আছে সেখান থেকে ওদের কিছু কাপড় দিতে পারি।" মা বললেন, "খুব সুন্দর কথা বলেছো।" তারা বাসায় গিয়ে তাদের যে শীতের কাপড় ছিলো সেখান থেকে কিছু শীতের কাপড় এনে ঐ পরিবারকে দিলো। ছোট ছেলেটা ও তার ভাইবোনদের সোয়েটার, তার মাকে একটি শাল ও রাতে ঘুমানোর জন্য দুটি কম্বল দিলো। এতে তারা খুব খুশি হলো।

ক) ডান পাশের তথ্য দিয়ে বাম পাশের খালি জায়গা পূরণ করি।

i) পরের উপকার করাকে --------বলে।	ঈশ্বর
ii) মানুষের সেবা করলে --------খুশি হন।	যীশুকে
iii) যীশুখ্রীষ্ট সব মানুষকে --------।	পরোপকার
iv) মানুষ -------- জন্য।	মানুষের
v) পিপাসিত মানুষকে -------- দেবো।	ভালোবাসেন
vi) অসুস্থ মানুষকে সেবা করলে --- সেবা করা হয়।	পানি

খ) শিক্ষার্থীরা গল্পটি পড়ে জোড়ায় আলোচনা করবে।

এ পাঠে শিখলাম

- **মানুষকে সেবা বা উপকার করলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা যায়।**

পাঠঃ ৪

পরোপকারী হতে উৎসাহিত করা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। পরোপকার মানবীয় মহৎ গুণ। সমাজ জীবনে একজন মানুষ অপর মানুষের সাথে চালচলন, কথাবার্তা ও ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। মানুষ সমাজ জীবনে পরস্পরের সুখে-দুঃখে পরস্পর সহযোগী। একজনের বিপদে আরেকজন এগিয়ে আসে। মানুষের সদগুণাবলির অন্যতম হচ্ছে পরোপকার। একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া জীবনযাপন করা কঠিন। এই সহযোগিতার ফলে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়।

পারস্পরিক সহযোগিতা

তোমরা যখন বড় হবে তখন কেউ কেউ ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, বাণীপ্রচারক ও ব্যবসায়ী হবে। যে পেশায়ই থাকো না কেন, সেই পেশার মধ্য দিয়ে মানুষের উপকার করা যায়। মানুষ মানুষের জন্য। সবাই আমরা সবার জন্য। সবাই যদি আমরা সবার উপকার করি তখন বিশ্বে কোন অশান্তি থাকবে না। কোন যুদ্ধ থাকবে না। তখন সবাই আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবো।

ক) নিজে করি।

পরোপকারী হতে হলে আমাদের কী কী গুণ থাকা দরকার-

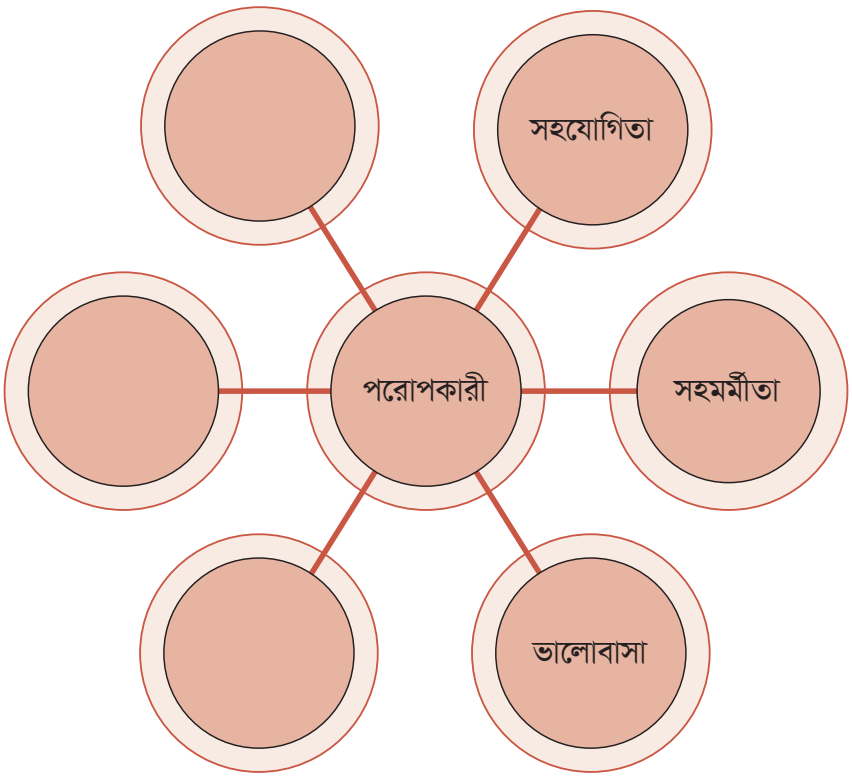

এ পাঠে শিখলাম

- **মানুষ মানুষের জন্য। সবাই আমরা সবার জন্য।**

পাঠঃ ৫

পরোপকারে আনন্দ

অন্যের উপকার করার মধ্যে আনন্দ আছে। যে আনন্দ শমরীয় প্রদেশের লোকটি পেয়েছিলো। ঈশ্বরও চান যেন আমরা অন্যের উপকার করি, সেবা-যত্ন করি। মানুষের সেবা করা মানে ঈশ্বরের সেবা করা। ক্লাসের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের সাথে মিলেমিশে খেলাধুলা করা। খেলতে গিয়ে কোন বন্ধু পড়ে গেলে তাকে টেনে তোলা। কোন সহপাঠীর টিফিন না আনলে তার সাথে টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া। বাড়িতে যারা বৃদ্ধ/বৃদ্ধা আছেন তাদের কাজে সাহায্য করা। তাদের সাথে সময় কাটানো। কোন বন্ধুর মন খারাপ হলে তার সাথে গল্প করা।

নিজে সুখী হতে হলে অন্যের ভালো করতে হবে। একজন মানুষ অপর মানুষকে সাহায্য করবে। অন্যের উপকারে আসবে। এটাই হলো পরোপকার। অন্যকে খুশি করতে পারলে আনন্দ পাওয়া যায়। এজন্য অবশ্যই পরোপকারী হতে হবে।

ভিন্নভাবে সক্ষম একজন শিশুর সাথে খেলা করা

বৃদ্ধ দাদুকে হাঁটতে সাহায্য করা

প্রত্যেকজন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ রাখো। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিলো, তা তোমাদের মধ্যেও থাকুক। **(ফিলিপীয় ২:৪-৫)**

জেনেট মন দিয়ে লেখাপড়া করে। শিক্ষক ও বন্ধুদের কাজে সাহায্য করে। সব বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে খেলাধুলা করে। বিশেষ করে তার ক্লাসে ভিন্নভাবে সক্ষম একজন শিশু আছে তার যত্ন নেয়। তার বই-গুছিয়ে দেয়। অনেক সময় লিখেও সাহায্য করে। তার সাথে খেলা ও গল্প করে। সবসময় গরিব-দুঃখী মানুষদের খাবার দেয়। যাদের কাপড় নেই তাদের কাপড় দেয়। কেউ বিপদে পড়লে দৌড়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করে। তাই সবাই জেনেটকে খুব ভালোবাসে। এই কাজ করে জেনেট খুব আনন্দ পায়।

ক) যে যে কাজ আমি করি হ্যাঁ ঘরে টিক (√) চিহ্ন দেই।

	হ্যাঁ
i) তুমি কী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের সাথে মিলেমিশে খেলাধুলা করো?	
ii) তোমার সহপাঠী টিফিন না আনলে তুমি কী তার সাথে টিফিন ভাগাভাগি করে খাও?	
iii) খেলতে গিয়ে কোন বন্ধু পড়ে গেলে তুমি কী তাকে টেনে তোলো?	
iv) তুমি কী দাদু-ঠাকুমার চশমা,পানি ও খাবার এগিয়ে দাও?	
v) তুমি কী সহপাঠীদের লেখাপড়ায় সাহায্য করো?	
vi) তুমি কী কোনো গরিব মানুষকে খাবার দাও?	
vii) তুমি কী অন্ধকে চলতে সাহায্য করো?	

এ পাঠে শিখলাম

- **মানুষের উপকার করার মধ্যে আনন্দ আছে।**

পাঠঃ ৬

পরোপকারের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব। পরোপকারের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বের মহিমা প্রকাশ পায়। একে অপরের সাহায্য ছাড়া সমাজে মানুষ বাস করতে পারে না। সমাজ জীবনে একজন অন্যজনের সহযোগী। বিপদে আপদে পরস্পরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। একটি আদর্শ সমাজ, রাষ্ট্র গড়তে হলে পরের ভালো চিন্তা করতে হবে। মানুষ সমাজ ছাড়া বাঁচতে পারে না। আর সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে সামাজিক হতেই হয়। পরোপকারের মধ্য দিয়ে মানুষ অধিক সামাজিক হয়ে উঠে। সহমর্মিতা প্রকাশ করে। তাই সুন্দর সমাজ জীবনের জন্য নিজের স্বার্থচিন্তা বাদ দিয়ে অন্যের মঙ্গল চিন্তা করতে হবে।

ডেভিড, তার মা বাবা ও ছোট বোন জয়েস একটি গ্রামে বাস করতো। একদিন ঝড়ে তাদের ঘরটা ভেঙ্গে যায়। ঘর ঠিক করার মতো কোনো টাকা-পয়সা তার বাবার হাতে ছিলো না। তারা খুব বিপদে পড়ে যায়। ঐ সময় গ্রামের সব যুবকরা মিলে চাঁদা তুলে ও শ্রম দিয়ে তাদের ঘরটা আবার ঠিক করে দেয়।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর মেরামতে সহায়তা

এতে ডেভিডের পরিবার খুব খুশি হয়। গ্রামবাসী ও যুবকদের এই উপকারের জন্য তার বাবা সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এভাবেই সমাজে পরস্পরের বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই সমাজ সুন্দর হবে। আমরা সবাই ভালো থাকবো।

ক) নিজে করি।

খ) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় সেবামূলক কাজ করবে।

এ পাঠে শিখলাম

- **সুন্দর সমাজ জীবনের জন্য নিজের স্বার্থচিন্তা বাদ দিয়ে অন্যের মঙ্গল চিন্তা করবো।**

শ্রদ্ধাবোধ

শ্রদ্ধাবোধ হলো একটি মানবিক গুণ। মানুষ মানুষের সঙ্গে আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরিবারে পিতামাতা সন্তানদের আদর-স্নেহ করেন, ভালোবাসেন এবং তাদের মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানেরাও পিতামাতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে এবং ভালোবাসে। আমরা দেখি সমাজে গুরুজনদের সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। আমাদের খ্রীষ্টমণ্ডলীতে অনেক মহান ব্যক্তি আছেন যাদের আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। আমরা বুঝতে পারছি যে, শ্রদ্ধাবোধ হলো অনেক গুণের সমাহার। যেখানে আছে নম্রতা, সততা, বিশ্বস্ততা, একতা, আনন্দ, ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও ভালোবাসা। পরস্পর পরস্পরের সাথে এ গুণগুলির আদান-প্রদান দ্বারা যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাই হলো শ্রদ্ধাবোধ। জন্মদিন, বড়দিন, পাস্কা পর্ব/ইস্টার, বিবাহ উৎসব ও অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে আমাদের পরিবার ও সমাজের সদস্যদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

পবিত্র পরিবার

পাঠঃ ৭

পারিবারিক শ্রদ্ধাবোধ

পবিত্র বাইবেলে পরিবার গঠনের আহ্বান (মথি ১:১৮-২৫)

ছবিতে আমরা দেখি যীশু, মারিয়া ও সাধু যোসেফ। সাধু যোসেফ মারিয়ার স্বামী। পবিত্র আত্মার দ্বারা মারিয়া গর্ভবতী হলেন। সাধু যোসেফ স্বপ্নে প্রভুর দূতের নির্দেশ পেয়ে মারিয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন ও দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন। বেথলেহেমের গোশালায় যীশুর জন্ম হলে মারিয়ার সাথে সাধু যোসেফ যীশুর সেবা করেন। হেরোদ রাজা যীশুকে মেরে ফেলতে চাইলে আবারও স্বপ্নে দূতের নির্দেশ পেয়ে, যোসেফ, মারিয়া ও যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে গেলেন। সাধু যোসেফ ছিলেন বিশ্বস্ত ও নিরব কর্মী, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, নম্র ও সৎ লোক। মারিয়াও যোসেফ ও যীশুকে গভীরভাবে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা ও সেবা-যত্ন করেন।

মারিয়া ছিলেন সাধু যোসেফের স্ত্রী এবং যীশুর মা। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের একান্ত অনুগত, বাধ্য ও বিশ্বস্ত। তিনি যীশুকে গভীরভাবে ভালোবাসেন এবং সাধু যোসেফকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। মারিয়া কষ্টসহিষ্ণু, নম্র ও দায়িত্বশীল গৃহিনী। নাজারেথের পবিত্র পরিবারে তিনি সাধু যোসেফ ও যীশুকে নিয়ে একত্রে বসবাস করতেন। যীশুর যাতনা ভোগ ও ক্রুশে মৃত্যুর সময় মারিয়া পুত্রের সাথে সাথে ছিলেন। তিনি অন্য সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যও অনেক ত্যাগ স্বীকার ও প্রার্থনা করেন। যীশুর মৃত্যুর পর মারিয়া যীশুর শিষ্যদের সাথে ছিলেন এবং তাঁদের সাহায্য করেছেন।

ঈশ্বরপুত্র যীশু মারিয়ার ছেলে। সাধু যোসেফ যীশুর পালক পিতা। যীশু তাঁর মা-বাবাকে ভালোবাসেন। তাই নাসারেথের পারিবারিক জীবনে যীশু তাঁর মা বাবার সাথে নম্র, বাধ্য ও বিশ্বস্ত থেকে জীবনযাপন করেছেন। ১২ বছর বয়সে যেরূশালেম মন্দিরে যীশু হারিয়ে যান। তিন দিন পর তাঁকে তাঁর মা-বাবা খুঁজে পান। এরপর যীশু নাসারেথে ফিরে এসে পিতা-মাতার বাধ্য হয়ে থাকেন। বাবাকে কাঠমিস্ত্রির কাজে ও মাকে পারিবারিক কাজে সাহায্য করেন। যীশু সব মানুষকে ভালোবাসেন। তবে দীনদরিদ্র, অসুস্থ ও পাপী মানুষকে বেশি ভালোবাসেন। যীশু, মারিয়া ও সাধু যোসেফ তারা পরস্পর পরস্পরকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান করেন ও ভালোবাসেন। তাই এ পরিবারকে পবিত্র পরিবার বলে সবাই জানে।

ক) ভেবে বলি।

i) সাধু যোসেফ কীভাবে পবিত্র পরিবারের দায়িত্ব পালন করেছেন?

ii) নাসারেথে মারিয়া কীভাবে তাঁর পরিবারের সেবা দিয়েছেন?

iii) বাড়িতে তোমার মা ও বাবা কীভাবে তোমাদের যত্ন নেন?

খ) বাম দিকের তথ্যের সাথে ডান দিকের তথ্যের মিল করি।

i) সাধু যোসেফ একজন	সাধু যোসেফ মারিয়াকে গ্রহণ করেন।
ii) মারিয়া ঈশ্বরের	ধার্মিক ও নিরব কর্মী ছিলেন।
iii) প্রভুর দূতের নির্দেশে	একান্ত বাধ্য ছিলেন।
iv) যীশুর মৃত্যুর পর	মারিয়া যীশুর শিষ্যদের সাহায্য করেছেন।
v) মারিয়া ও যীশুকে নিয়ে	সাধু যোসেফ মিশর দেশে পালিয়ে যান।

এ পাঠে শিখলাম

- **শ্রদ্ধাবোধ একটি মহৎ গুণ। শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপায় এবং পরিবারের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।**

পাঠঃ ৮

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জীবন যাপনে শ্রদ্ধাবোধ

(আদি ৪৫: ১-১৫)

যাকোব ও তার সন্তানগণ -

ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবক যাকোব। তাঁর ১২ জন ছেলে। ছোট ছেলে যোসেফকে তিনি একটু বেশি ভালোবাসতেন। তাই অন্যেরা হিংসা করতো। ছোট ভাই একদিন স্বপ্নে দেখে মাঠে তারা ১২ জন ভাই ফসলের আটি বাঁধছে। এগারো জন ভাইয়ের ফসলের আঁটি তার আঁটিকে প্রণাম করছে। এ স্বপ্নটি সে তার ভাইদের বললো এবং ভাইয়েরা তার প্রতি আরো বেশি হিংসা করতে লাগলো। কিছুদিন পর আরো একটি স্বপ্ন দেখে। আকাশের সূর্য, চন্দ্র ও ১১টি তারা তাকে প্রণাম করছে। এ স্বপ্নটিও সে তার ভাইদের কাছে বর্ণনা করল। এবার যোসেফের ভাইয়েরা আরো বেশি রেগে গিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চাইল। যোসেফের ভাইয়েরা একদিন

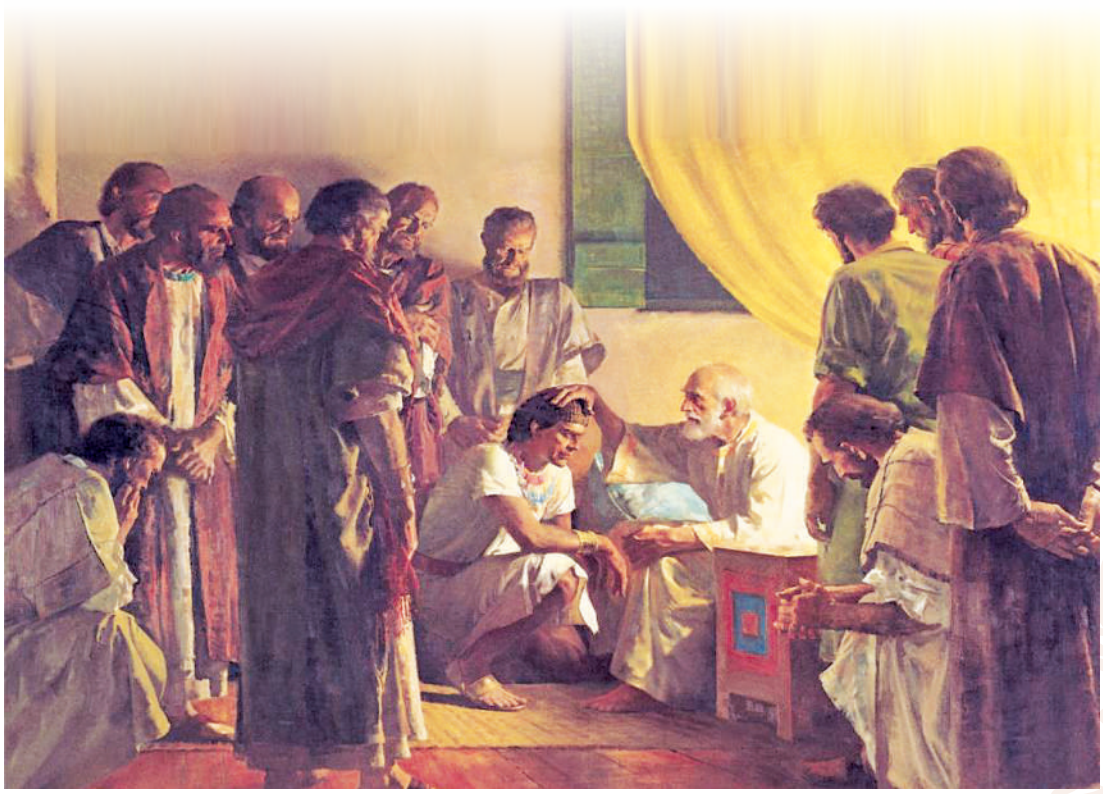

যাকোব ও তার ছেলেরা

বাড়ি থেকে অনেক দূরে পশু চরাতে গেল। বাবা তখন যোসেফকে ভাইদের খোঁজ খবর নিতে পাঠালেন। তখন যোসেফকে একা পেয়ে তার ভাইয়েরা একদল বণিকের কাছে ২০টি রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রি করে দিলো। বাবাকে এসে বললো, যোসেফকে হিংস্র পশু খেয়ে ফেলেছে। এতে তাদের বাবা অনেক কষ্ট পেলেন এবং কাঁদলেন। বণিকরা যোসেফকে মিশর দেশে নিয়ে রাজকর্মচারীর কাছে বিক্রি করে দিল। যোসেফ রাজকর্মচারীর বাড়িতে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতে লাগলেন ও বড় হতে থাকেন। এ বাড়িতেই বড় হতে থাকেন। মিশর দেশের রাজা ফারাও রাতে একটি স্বপ্ন দেখে এবং তার অর্থ জানতে চান।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

যোসেফ রাজার স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করে। দেশে সাত বছর অনেক ফসল উৎপন্ন হবে এবং সাত বছর পর দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তখন দেশে খাদ্য পাওয়া যাবে না। রাজা তখন যোসেফকে দায়িত্ব দিলেন।

যোসেফ মিশর দেশের কৃষকদের নিয়ে ৭ বছর অনেক ফসল উৎপন্ন করে, অনেক অনেক গোলা ভরে রাখে। যোসেফ বাধ্য, বিশ্বস্ত ও নম্র ছেলে। তাই সে রাজার কথামতো কাজ করলো। সাত বছর পর যখন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন যোসেফের ভাইয়েরা কানান দেশ থেকে মিশর দেশে খাদ্য কেনার জন্য যোসেফের কাছে এলো এবং যোসেফকে প্রণাম করলে যোসেফ তার ভাইদের চিনে ফেললো। কিন্তু ভাইয়েরা যোসেফকে চিনতে পারেনি। যোসেফ তার পরিচয় দেয়নি। তাদের বাড়িতে কে কে আছে জিজ্ঞেস করলো। ভাইয়েরা বললো বাড়িতে তাদের বৃদ্ধ বাবা ও ছোট এক ভাই আছে। বৃদ্ধ বাবা বেঁচে আছেন জেনে যোসেফ তাদের বললো আবার যখন খাদ্য কিনতে আসবে তখন বাবা ও ভাইকে নিয়ে আসবে। ভাইয়েরা বললো তাদের পিতা-বৃদ্ধ এবং আগে এক ছোট ভাই মারা গেছে, সেজন্য তারা আসতে পারবে না। যোসেফ তখন জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো এবং বললো আমি তোমাদের সেই ভাই যোসেফ, যাকে তোমরা বিক্রি করেছিলে। যোসেফ ভাইদের কাছে টেনে নিলো, জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো এবং চুম্বন করলো। তার ভাইয়েরা তখন ভয় পেয়ে গেলো। যোসেফ তাদের বললো, তোমরা ভয় পেও না, দুঃখও করো না, কারণ ঈশ্বর তোমাদের বাঁচাবার জন্যই আমাকে এ দেশে পাঠিয়েছিলেন। যোসেফ তার ভাইদের সকল অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দিলো। যোসেফ তার বাবা, ভাই, তাদের পরিবার ও পশুপালকে মিশর দেশে নিয়ে এলো এবং একটি ভালো জায়গায় বাস করতে দিলো।

ক) ভেবে উত্তর লিখি।

i) যাকোব যোসেফকে কেন ভাইদের কাছে পাঠিয়েছিলেন?

ii) যোসেফের দেখা স্বপ্ন দুটির অর্থ কী ছিলো?

iii) তার ভাইয়েরা যোসেফকে বিক্রি করলো কেন?

iv) যোসেফের মৃত্যুর সংবাদে তার বাবার অবস্থা কেমন ছিলো?

v) যোসেফ তার ভাইদের ক্ষমা করেন কেন?

খ) সঠিক স্থানে সঠিক উত্তর বসাই।

স্বপ্ন	চন্দ্র	প্রণাম	১২ জন	মিশর	যাকোব	বিশ

যোসেফের বাবার নাম _____। তার _____ জন ছেলে। যোসেফ _____ দেখে সূর্য, _____ ও ১১টি তারা তাকে _____ করছে। যোসেফকে তারা _____ টাকায় বিক্রি করে। বণিকরা তাকে _____ দেশে নিয়ে যায়।

গ) বাম দিকের তথ্যের সাথে ডান দিকের তথ্যের মিল করি।

i) যাকোব তার ছোট ছেলেকে	আমি তোমাদের ভাই যোসেফ।
ii) যোসেফ দুই রাতে	বণিকের কাছে বিক্রি করে দেয়।
iii) যোসেফ কেঁদে বলে,	মিশর দেশের রাজা।
iv) যোসেফের ভাইয়েরা যোসেফকে	বেশি ভালোবাসতেন।
v) ফারাও ছিলেন	দুটি স্বপ্ন দেখেছিলো।

এ পাঠে শিখলাম

- **ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করবো।**

পাঠ: ৯

বিদ্যালয়ে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

ঈশ্বর মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দিয়েছেন ঐশ্বরিক গুণ বিশ্বাস, আশা ও প্রেম। জন্মের পর মানুষ পরিবারের স্নেহ-ভালোবাসা ও সেবাযত্নে বেড়ে ওঠে। তারপর সে সমাজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বড় হতে থাকে। পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয় থেকে সে অর্জন করে অনেক মানবীয় গুণ ও মূল্যবোধ। মানুষ তার ঐশ্বরিক ও মানবীয় গুণ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার পূজা অর্চনা করে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা, সম্মান করে এবং ভালোবাসে ।

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প শুনি

প্রমা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তার মা-বাবা দুজনই চাকুরি করেন। প্রমা খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে মায়ের কাজে সাহায্য করে। সে প্রতিদিন পড়া শিখে বিদ্যালয়ে যায়। প্রত্যেক শিক্ষকের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করার সুযোগ নেয়। সে শিক্ষকদের ছোট ছোট কাজে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থীর সাথে মিশতে চেষ্টা করে। তার সহপাঠীদের সে ভালোবাসে। দরিদ্র সহপাঠীদের সে পেন্সিল, কলম ও টিফিন দিয়ে প্রায়ই সাহায্য করে থাকে। বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলের সঙ্গে সে বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ করে। বিদ্যালয়ের সবাই প্রমাকে পছন্দ করে ও ভালোবাসে।

ক) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দেই।

i) ঈশ্বর মানুষকে কী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন? শ্রেষ্ঠ জীব/ রাজা / জমিদার।

ii) ঈশ্বর মানুষকে কী কী ঐশ্বরিক গুণ দিয়েছেন? প্রেম-আশা-মমতা / বিশ্বাস-আশা-দয়া/ বিশ্বাস-আশা-প্রেম।

iii) মানুষ কোথা থেকে তার মানবীয় গুণ অর্জন করে? পরিবার-সমাজ-বিদ্যালয়/অফিস-আদালত/ পরিবার-হাট-বাজার।

iv) মানুষ কী দিয়ে তার সৃষ্টিকর্তার পূজা অর্চনা করে? জ্ঞান-বুদ্ধি / অর্থ-বিত্ত/ ঐশ্বরিক ও মানবিক গুণ দিয়ে।

খ) নিজে করি।

প্রমার যে যে গুণ আছে তার মধ্যে ৫টি গুণ লিখি।

i)	
ii)	
iii)	
iv)	
v)	

এ পাঠে শিখলাম

– মানবীয় গুণ অর্জন করে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্পর্কে জেনেছি।

পাঠঃ ১০

সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ

সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ হলো সহজ সরল ও সুন্দর মন নিয়ে মানুষের সাথে থাকা ও মানুষের সেবা করা। নম্র-ভদ্র-সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ দিয়ে অন্য সকল মানুষকে নিজের মতো ভালোবাসা। যে মানুষ যেমন আছে তাকে সেভাবেই গ্রহণ করা। সেভাবেই তাকে ভালোবাসা। আর এ ভালোবাসার মধ্যে নেই কোন হিংসা, নিন্দা, অহংকার, ঘৃণা ও লোভ। থাকে না কোন অন্যায় ও অন্যায্যতা, কিংবা নিজের কোন সুযোগ-সুবিধা। কারণ যীশুর মধ্যে এসব মন্দ গুণ ছিলো না।

পবিত্র বাইবেলে ফিলিপীয় ২:৩-৮ পদে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয় লেখা আছে।

পরস্পর রেষারেষি করা যাবে না, অহংকার করা যাবে না। নম্র হয়ে, অন্যকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করতে ও নিজের চেয়ে অন্যকে বেশি ভালোবাসতে হবে। স্বার্থপর হওয়া যাবে না, অন্যদের স্বার্থের কথা চিন্তা করতে হবে। লোভ করা যাবে না। সহমর্মী হতে হবে, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ থাকতে হবে। সততাও থাকতে হবে। যীশু অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখে নিজে ব্যথিত হয়েছেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য সাহায্য করেছেন। আমরাও যেন আমাদের সাধ্যমত মানুষের দুঃখ দূর করতে সচেষ্ট হই। যীশু ঈশ্বর, তিনি মানুষ হলেন; মানুষের মাঝে বাস করলেন। তিনি মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করলেন। অন্ধকে দৃষ্টি দিলেন। পঙ্গুকে হাঁটার শক্তি দিলেন, কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করলেন। এমনকি তিনি মৃত মানুষকেও জীবন দিলেন। যীশু গোয়াল ঘরে জন্ম নিলেন এবং ক্রুশের উপরে তাঁর জীবন দিয়ে সব মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করলেন। যীশু ক্রুশে জীবন দিয়ে তাঁর পিতার বাধ্য হলেন ও শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন। এজন্য পিতা তাঁকে তাঁর সর্বোচ্চ সম্মান দিলেন।

ক) সর্বজনীন শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য কী কী গুণ অর্জন করবো তা নিচে লিখি।

i)	
ii)	
iii)	
iv)	
v)	

খ) নিজের মধ্যে আছে এমন ৫টি গুণ লিখি।

এ পাঠে শিখলাম

- সর্বজনীনভাবে শ্রদ্ধাশীল হতে শিখেছি।

অধ্যায়

৪

চতুর্থ অধ্যায়

প্রার্থনা ও বিশ্বশান্তি

(মথি ৬:৯-১৫)

পাঠঃ ১

প্রার্থনার প্রাথমিক ধারণা

মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে। শুধু মানুষ নয় কিন্তু সমস্ত সৃষ্টিও স্রষ্টার প্রশংসা ও আরাধনা করে। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ ও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন। ঈশ্বরের সাথে কথা বলা ও তাঁর কথা শোনা। আমরা ব্যক্তিগতভাবে, পরিবারমণ্ডলী, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি প্রধান অংশ। আমাদের জীবনে শৃঙ্খলা ও অন্তরে প্রশান্তি লাভের জন্য প্রার্থনা খুবই প্রয়োজন। প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বর, মানুষ ও নিজের সাথে একটি পবিত্র সম্পর্ক তৈরি করে। দুঃখ-কষ্টের সময় সান্ত্বনা লাভ করে। পরিবার-পরিজনদের সাথে

প্রার্থনারত শিশু

এক গভীর সম্পর্কে যুক্ত হয়। আমাদের সবারই প্রার্থনা করা দরকার। যীশু বলেছেন,"চাও, তোমাদের দেয়া হবে; খোঁজ করো, তোমরা পাবে; কড়া নাড়ো, তোমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হবে" (মথি ৭:৭)। তাই বিশ্বাসসহকারে যীশুর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও পূরণ করেন।

প্রার্থনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং পরিচালনা লাভ করা যায়। প্রার্থনায় প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন, আরাধনা, অনুনয়, অনুতাপ, অনুশোচনা ও দোষ স্বীকার করে পুনরায় মিলনের বিষয় থাকতে পারে। আমারা নিরবে বা সরবে, হাঁটু পেতে, দাঁড়িয়ে, বসে, উপুড় হয়ে, গানের মাধ্যমে এবং প্রকৃতি দেখেও প্রার্থনা করে থাকি। দিনের যে কোনো সময় যেমন- সকালে, দুপুরে, রাতে, ঘর থেকে বের হবার সময়, খাবার আগে, ঘুমাতে যাবার সময়, ঘুম থেকে ওঠার সময় আমরা প্রার্থনা করতে পারি। অসুস্থতায়, বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে, হতাশা-নিরাশায়, অভাবের সময় আমরা প্রার্থনা করে থাকি।

পবিত্র বাইবেল থেকে প্রার্থনার কয়েকটি ধারণা দেয়া হলো-

অব্রাহাম - অব্রাহাম সদোম ও ঘমোরা রক্ষার জন্য 'বিনতি' প্রার্থনা করেছেন (আদিপুস্তক ১৮:৩১)।

দানিয়েল - দানিয়েল দিনে তিনবার যিরূশালেম মন্দিরের দিকে তাকিয়ে 'হাঁটু পেতে' প্রার্থনা করেছেন (দানিয়েল ৬:১০)।

মোশি - মোশি ঈশ্বরের অভিমুখে 'হাত তুলে' প্রার্থনা করেছেন (যাত্রাপুস্তক ১৭:১১)।

দায়ূদ - দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে 'কান্না' করে প্রার্থনা করেছেন (গীতসংহিতা ৬:৮)।

হান্না - হান্না কষ্ট দূর করার জন্য 'দীর্ঘসময়' প্রার্থনা করেছেন (১ শমূয়েল ১:১২)।

যীশু - যীশু গেৎশিমানী বনে 'উপুড়' হয়ে প্রার্থনা করেছেন (মথি ২৬:৩৯)।

প্রেরিত শিষ্যগণ - "একত্রিত" হয়ে প্রার্থনা করেছেন।

ক) নিজে করি।

পরিবারের সবাই মিলে প্রার্থনা করছে এমন একটি ছবি আঁকি।

খ) ভেবে বলি।

i) প্রার্থনা বলতে কী বোঝায়?
ii) পবিত্র বাইবেলে মানুষকে কীভাবে প্রার্থনা করতে দেখা যায়?
iii) প্রার্থনায় কী কী বিষয় থাকতে পারে?
iv) আমরা জীবনের কোন কোন অবস্থায় প্রার্থনা করি?

গ) সঠিক শব্দ দিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি।

i) প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে _____ ও আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন।
ii) আমাদের জীবনে _____ ও অন্তরে প্রশান্তি লাভের জন্য প্রার্থনা খুবই প্রয়োজন।
iii) মোশি ঈশ্বরের অভিমুখে _____ প্রার্থনা করেছেন।
iv) প্রার্থনার মাধ্যমেই ঈশ্বরের _____ এবং পরিচালনা লাভ করা যায়।
v) যীশু গেৎশিমানী বনে _____ হয়ে প্রার্থনা করেছেন।

এ পাঠে শিখলাম

- **প্রার্থনার অর্থ, কীভাবে প্রার্থনা করা যায় এবং কখন আমরা প্রার্থনা করি।**

পাঠঃ ২

প্রার্থনা বিষয়ে যীশুর শিক্ষা ও প্রভুর প্রার্থনা

পিতার সাথে যুক্ত থাকার জন্য যীশু সবসময় প্রার্থনা করতেন। যেকোন কাজ করার আগে, অতি ভোরে, গভীর রাতে, গেৎসিমানী বাগানে ও মরুভূমিতে, একাকী নির্জনে গিয়ে তিনি প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি পিতার কাছে শক্তি চাইতেন। তাঁর শিষ্যদেরও তিনি সেই শিক্ষা দিয়েছেন। যীশুর সাথে তাঁর শিষ্যেরা ছিলেন। যীশু তাদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন, যেমন ধর্ম-কর্ম করা, দান করা, সরল পথে চলা এবং প্রার্থনা করা ইত্যাদি। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, তোমরা যখন প্রার্থনা করো- তখন ভণ্ডদের মতো করো না, তারা লোক দেখানো প্রার্থনা করে। এইজন্য তারা রাস্তার মোড়ে বা প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে পছন্দ করে। তাই তারা কিন্তু তাদের পুরস্কার পেয়েই গেছে। তিনি তাদের বললেন, তুমি যখন প্রার্থনা করো, নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করো এবং পিতাকে ডাকো- যিনি গোপনে থাকেন। তিনি সবকিছু দেখতে পান এবং পুরস্কৃত করেন। যীশু সরল মনে, নিরবে এবং অন্তর থেকে প্রার্থনা করতে বলেছেন। অন্তর থেকে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন। (মথি ৬:৫-৬)।

প্রার্থনারত যীশু

একসময় শিষ্যেরা যীশুকে বললেন, গুরু আমাদের শিখিয়ে দিন কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়। তখন প্রভুযীশু তাঁর শিষ্যদের একটি প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন। এই প্রার্থনাটিকে, "প্রভুর প্রার্থনা" বলা হয়।

সে প্রার্থনাটি দেয়া হলো-

ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী প্রভুর প্রার্থনা (মথি ৬:৯-১৩ পদ)	**প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্বাস অনুযায়ী প্রভুর প্রার্থনা** (মথি ৬:৯-১৩ পদ)
হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্ত্যেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক অন্ন অদ্য আমাদিগকে দাও। আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদিগকে প্রলোভনে পড়িতে দিও না, কিন্তু অনর্থ হইতে রক্ষা কর। আমেন।	হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক; আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও; আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন।

এখন পর্যন্ত আমরা এই প্রভু যীশুর শিখানো প্রার্থনায় পিতাকে ডাকি এবং তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর ইচ্ছা ও রাজ্য পূর্ণ হবার প্রার্থনা করি। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমরা পিতার কাছে আমাদের দৈনিক খাবার চাই। আমরা যেমনভাবে অন্যের দোষ ক্ষমা করি, সেইভাবে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি যেন আমাদের সমস্ত পাপ ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন তা প্রার্থনা করি।

ক) বাম দিকের তথ্যের সাথে ডান দিকের তথ্যের মিল করি।

বাম পাশ	**ডান পাশ**
i) আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি,	i) তেমনি মর্ত্যেও পূর্ণ হোক।
ii) কিন্তু অনর্থ	ii) তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হোক।
iii) তোমার নাম পূজিত হোক,	iii) তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।
iv) তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে	iv) হতে রক্ষা কর।

খ) সকলে হাত জোড় করে ভক্তিসহকারে প্রভুর শিখানো প্রার্থনাটি বলি।

গ) 'প্রভুর প্রার্থনাটি' সঠিকভাবে লিখি।

এ পাঠে শিখলাম

- প্রার্থনা বিষয়ে যীশুর শিক্ষা ও প্রভু যীশুর শেখানো প্রার্থনাটি শিখলাম।

পাঠঃ ৩

খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ

মানুষ নিজের মঙ্গল ও জগতের কল্যাণ ভেবে, কতগুলি গুণাবলী স্বাধীনভাবে বেছে নেয়। প্রয়োজনে সে যে কোনো ত্যাগ-স্বীকার করে, তা নিজ জীবনে অনুশীলন করে। এই গুণাবলীগুলোই হলো মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধগুলির কারণেই মানুষ জগত ও মানুষের কল্যাণে ব্রতী হয়। যীশুখ্রীষ্ট নিজে অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। মঙ্গল সমাচারে যীশুর জীবন ধ্যান করলে আমরা দেখতে পাই, যীশু সকল মানুষকে ভালোবাসতেন এবং সেবা করতেন। তিনি মানুষকে ক্ষমা এবং অসুস্থকে নিরাময় করতেন। তিনি ন্যায্যতার পক্ষে কাজ করেছেন। তাঁর আরও কতগুলি বিশেষ গুণ হলো- পরোপকার, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, আশা, শান্তি, সম্প্রীতি ও সততা। পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিলো। তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করতেন। এই গুণগুলি যীশু স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে বেছে নিয়ে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতেন। তাই আমরা বলতে পারি, ভালোবাসা, সেবা, ক্ষমা, পরোপকার, ন্যায্যতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রার্থনা যীশুখ্রীষ্টের জীবনের প্রধান মূল্যবোধ। এই সব মূল্যবোধ যীশু নিজ জীবনে ধারণ করেছেন। তারজন্য তিনি চরম মূল্য দিয়েছেন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায় অনেকগুলো মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায়, যেমন, বিশ্বাস, আশা, ভালোবাসা, ক্ষমা, দয়া, সেবা, পরোপকার, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, ধৈর্য, শান্তি, সম্প্রীতি, সততা ও ন্যায্যতাসহ অনেক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধগুলো জীবনে অনুশীলন করার জন্য যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ যখন বিশ্বস্তভাবে এই মূল্যবোধগুলো নিজের জীবনে চর্চা করে তখন সে হয়ে ওঠে সমাজের একজন আদর্শ মানুষ। যীশু, ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন।

যীশু শত্রুকে ক্ষমা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, "তোমার শত্রু ক্ষুধিত হলে, তাকে খেতে দাও; পিপাসিত হলে জল দাও।" (হিতোপদেশ ২৫:১)। অসহায় মানুষদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখাতে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে ও শান্তি স্থাপন করতে বলেছেন। তাই একজন পরিপূর্ণ ও ভালো মানুষ হবার জন্য আমরা যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করবো। খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে, সৎ জীবন যাপন করবো। খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধগুলো নিজ জীবনে ও সমাজ জীবনে চর্চা করতে সচেষ্ট হবো। যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ভালোবাসেন তারা প্রত্যেকেই তাঁর শেখানো মূল্যবোধগুলো চর্চা করে থাকেন।

ক) ভেবে লিখি।

i) খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ বলতে কী বুঝি?

ii) যীশুর জীবনের তিনটি মূল্যবোধ লিখি।

iii) মূল্যবোধগুলো কেন চর্চা করা প্রয়োজন?

iv) আমি কীভাবে যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলো চর্চা করতে পারি?

v) আমি কীভাবে যীশুর বন্ধু হয়ে উঠতে পারি?

খ) ৫টি খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধের নাম লিখি।

ক্রমিক	মূল্যবোধ
i)	
ii)	
iii)	
iv)	
v)	

গ) সঠিক তথ্যে টিক (√) চিহ্ন এবং ভুল চিহ্নে (x) দেই।

i) আমাদের সৎ জীবন-যাপন করা উচিত। ( )

ii) মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় না। ( )

iii) শত্রুকে ভালোবাসা দরকার নাই। ( )

iv) অসহায় লোকদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখানো দরকার। ( )

v) যীশু সব মানুষকে ভালোবেসেছেন। ( )

vi) সব ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ( )

এ পাঠে শিখলাম

– **খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ কী এবং খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জেনেছি।**

পাঠঃ ৪

সমাজ বাস্তবতায় খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে ভালোবেসেছেন। তাদের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাদের শ্রদ্ধা করেছেন ও তাদের সাথে মিশেছেন। সমাজ পরিবর্তনেও তিনি অনেক সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি কর দিতে বলেছেন। যীশু বলেছেন,"যা কৈসরের প্রাপ্য, তা কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যা প্রাপ্য, তা ঈশ্বরকে দাও" (লূক ২০:২৫)। রাজ্যের সম্রাট ও বড়দের সম্মান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। করগ্রাহীকে তুচ্ছ করেননি। যীশু দাসপ্রথা বিলোপ করেছেন। তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। যীশু মানুষের প্রয়োজনে মানুষের পাশে ছিলেন। মানুষের জীবন পরিবর্তন করেছেন। তিনি সক্কেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। যীশু সক্কেয়কে দেখে বললেন,"সক্কেয়, এখনই নেমে এসো, আজ আমাকে অবশ্যই তোমার ঘরে থাকতে হবে" (লূক ১৯:৫)। যীশু জেলেদের সাথে থেকেছেন। তাদের শিষ্য করেছেন। তিনি অসুস্থদের নিরাময় করেছেন। মানুষের পাপ ক্ষমা করেছেন। যীশু ক্রুশের উপর দস্যুকে ক্ষমা করেছেন। যারা তাঁকে নির্যাতন করেছেন তাদেরও ক্ষমা করেছেন। তিনি তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন,"পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা জানে না, এরা কী করছে" (লূক ২৩:৩৪)। পাপী মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনেছেন। যাদের কোনো আশা ছিলো না তিনি তাদের আশা দেখিয়েছেন। তিনি বিজাতীয় মানুষকে গ্রহণ করেছেন ও মর্যাদা দিয়েছেন। পিতা মাতাকে সম্মান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। হারানো মানুষকে ফিরে পাবার জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন।

তাই আমরাও যেন খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধের আলোকে সমাজে পরস্পরকে ভালোবেসে ও ক্ষমা করে সুন্দর সমাজ গড়ে তুলি।

ক) ভেবে উত্তর দেই।

i) প্রভু যীশু কাদের ভালোবেসেছেন?

ii) যীশু কার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন?

iii) প্রভু যীশু কাকে কর দিতে বলেছেন?

iv) তিনি কাদের ক্ষমা করতে বলেছেন?

v) যীশু কীভাবে সমাজ পরিবর্তন করেছিলেন তার দুটি উদাহরণ দাও।

খ) বন্ধুর প্রতি তুমি কীভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করেছো এমন একটি ঘটনা বলো।

এ পাঠে শিখলাম

– **সমাজ বাস্তবতায় খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ অনুশীলন।**

পাঠঃ ৫

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

"শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" কথাটির অর্থ গভীর ও ব্যাপক। ভেদাভেদ ভুলে সকলে একসাথে মিলেমিশে আনন্দের সাথে থাকা, ভয় থেকে মুক্তিলাভ ও মানুষের সাথে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্প্রীতি স্থাপন করাই হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। একত্রে বা ঐক্যে বসবাস করলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না, কিন্তু শান্তিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনায় বাস্তব জীবন যাপন করতে হবে। শান্তিপূর্ণ আচরণের কারণে মনের মধ্যে শান্তি লাভ করি। মনের শান্তি, পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক শান্তি ছাড়া সহাবস্থান সম্ভব নয়। পরিবারিক শান্তি, খ্রীষ্টমণ্ডলী ও সমাজে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পারিবারিক শান্তি একান্তভাবে প্রয়োজন। যেখানে সহযোগিতা ও ত্যাগ স্বীকার থাকে সেখানে একত্রে বাস করা সহজ হয়। মানুষের মন যখন শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকে তখন শান্তিতে সহাবস্থান সম্ভব হয়।

সহাবস্থানের জন্য পরিবার, কৃষ্টি, ভাষা, জাতি, প্রতিবেশী ও দেশ পরস্পরের সাথে গ্রহণযোগ্য সম্পর্ক থাকা দরকার। সহাবস্থানে থাকার জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সম্প্রীতি ও সমঝোতা থাকা প্রয়োজন। মানুষের প্রতি মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা গুরুত্বপূর্ণ। যীশু বলেছেন, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম করবে" (লূক ১০:২৭)। শান্তির জন্য সহনশীলতা, ধৈর্য, মিল, ঐক্য ও সমন্বয় থাকতে হবে। তার জন্য একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, গ্রহণ ও মেনে নেয়ার মধ্যদিয়ে শান্তিতে থাকা সম্ভব।

ক) ভেবে উত্তর লিখি।

i) শান্তিতে সহাবস্থান বলতে কী বুঝি?

ii) প্রতিবেশীকে ভালোবাসা বলতে কী বুঝি?

iii) শান্তিতে সহাবস্থান প্রয়োজন কেন?

iv) পবিত্র বাইবেলে শান্তিতে সহাবস্থান বিষয়ে কী লেখা আছে?

খ) শান্তি স্থাপনের একটি ঘটনা বলি।

এ পাঠে শিখলাম

- **শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কী তা জানতে পেরেছি।**

পাঠঃ ৬

ধর্মীয় সম্প্রীতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

ধর্মীয় সম্প্রীতি

'সহাবস্থান' বলতে একত্রিতভাবে থাকা বোঝায়। সহনশীলতা চর্চা সহাবস্থানের একটি ভালো উদাহরণ। আমরা বাংলাদেশে প্রধান চারটি ধর্মের লোক একত্রে বসবাস করছি। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় উৎসবকালে আনন্দের সহভাগী হই। সকল ধর্মেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাসের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নিচে চারটি ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে বলা হলো-

খ্রীষ্টধর্মে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

বাইবেলে সহাবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে,"যারা তোমাদের অত্যাচার করে তাদের অমঙ্গল চেয়ো না, বরং মঙ্গল চেয়ো"। (রোমীয় ১২:১৪)। "মন্দের বদলে কারও মন্দ কোরো না। সমস্ত লোকের চোখে যা ভালো সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমাদের দিক থেকে যতদূর সম্ভব সমস্ত লোকের সঙ্গে শান্তিতে বাস করো" (রোমীয় ১২:১৭-১৮)। "...তোমাদের সঙ্গে যে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই

কোরো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে অন্য গালেও চড় মারতে দিয়ো।" (মথি ৫:৩৯)। "সেইজন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বেদীর উপরে তোমার যজ্ঞ নিবেদন করার সময় যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কিছু বলবার আছে, তবে তোমার দান সেই বেদীর সামনে রেখে আবার মিলিত হও এবং পরে এসে তোমার যজ্ঞ নিবেদন করো। (মথি ৫:২৩-২৪)।

ইসলামধর্মে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

আল কুরআন হলো ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ। এতে বলা হয়েছে,"হে মানবজাতি, আমরা তোমাদের সবাইকে এক পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।" এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকবে না। ইসলাম শব্দটি দ্বারা 'শান্তি' বোঝায়। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে নবী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক ঘোষিত মদিনা সনদে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

হিন্দুধর্মে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

মহাত্মা গান্ধী অহিংসাকে তাঁর দর্শন ও জীবন যাপনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবদগীতা হিন্দু ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যার সারকথা হলো অহিংসা। ভগবদগীতা হিন্দুধর্মের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ভগবদগীতায় ন্যায় ও ধার্মিকতা রক্ষা এবং নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

বৌদ্ধ ধর্মে ব্রাহ্মবিহার, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি উদাহরণ। বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষাগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রচার করে। প্রেম এবং ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দেয়। বৌদ্ধরা ধর্মীয় সংঘাত মোকাবেলার জন্য সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির প্রক্রিয়া অনুশীলন করে। এছাড়াও ঐক্যবদ্ধ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে।

এই চারটি ধর্মের মৌলিক বিষয় জেনে আমরা অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারি। এতে করে সকলের সাথে মিলেমিশে শান্তিতে সহাবস্থান সহজ হবে।

ক) ভেবে উত্তর লিখি।

i) যে কোন একটি ধর্মের সহাবস্থানের বিষয় লিখো।
ii) ভাইয়ের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের বিষয়ে পবিত্র বাইবেলে কী লেখা আছে?
iii) যারা অত্যাচার করে তাদের বিষয়ে বাইবেলে কী লেখা আছে?

খ) বিদ্যালয়ে আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি।

গ) শ্রেণিকক্ষে চার ধর্মের শিক্ষার্থীরা একত্রে একটি উৎসবের আয়োজন করি।

এ পাঠে শিখলাম

- **শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়ে চারটি প্রধান ধর্মের শিক্ষা লাভ করেছি।**

পাঠঃ ৭

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ঐক্য

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম আছে। সব ধর্মই শান্তি ও ঐক্যের কথা বলে। ঐক্য হলো মিল ও একতা। ঐক্য বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে যেমন, মন, চিন্তা, সম্প্রীতি, ধর্মীয় ও বিশ্বাসের ঐক্য ইত্যাদি। ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি, শান্তি ও প্রগতি বৃদ্ধি পায়। ঐক্য সম্প্রীতিতে চলতে সাহায্য করে। অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে যায়। একে অপরের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও প্রথার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। এতে অন্যের মতামত প্রাধান্য পায়। মানুষ নির্ভয়ে বসবাস করে। ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমরা একে অন্যের বন্ধু হয়ে উঠি। ধর্মীয় উৎসবগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষের মানসিক ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় ঐক্যের মাধ্যমে সহিংসতা লোপ পায়। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ কমে যায়। যেখানে ধর্মীয় ঐক্য থাকে সেখানে রক্তপাত থাকে না ও যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা যায় না। যেখানে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকে সেখানে উন্নয়ন ব্যহত হয়। অশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় ঐক্য স্থাপন করা একান্তভাবে কাম্য। এই ঐক্যের জন্য মানুষের মনের উদারতা দরকার। সংকীর্ণতা ও স্বার্থ ত্যাগ করা প্রয়োজন। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রাখা দরকার। অন্যকে গ্রহণ করার মনোভাব প্রয়োজন। প্রয়োজন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা।

পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, "যদি সম্ভব হয়, তোমার পক্ষে যতদূর সাধ্য, সকলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করো" (রোমীয় ১২:১৮)। পবিত্র বাইবেলে সব মানুষের সাথে শান্তিতে বসবাসের নির্দেশনা দেয়া আছে। কারো প্রতি হিংসা করতে ও প্রতিশোধ নিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে নিজ ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই ঐক্য ও শান্তি বিকশিত হয় দেশে দেশে ও সমস্ত বিশ্বে। অন্য ধর্মের লোকদের মধ্যে হিংসা ও প্রতিশোধ প্রবণতা থেমে গেলে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপন সহজ হয়।

ক) ভেবে উত্তর লিখি।

i) ধর্মীয় ঐক্য বলতে কী বুঝি?
ii) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ঐক্য প্রয়োজন কেন?
iii) ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে বাইবেলের শিক্ষা কী?
iv) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তোমার করণীয় কী?

খ) সঠিক তথ্যে টিক (√) এবং ভুল তথ্যে (x) চিহ্ন দেই।

i) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ঐক্যের প্রয়োজন। ( )
ii) ঐক্য সম্প্রীতিতে চলতে সাহায্য করে না। ( )
iii) ধর্মীয় একতায় সহিংসতা কমে যায়। ( )
iv) ঐক্য থাকলে রক্তপাত বন্ধ হয়। ( )

এ পাঠে শিখলাম: – শান্তি স্থাপনে ধর্মীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জেনেছি।

পাঠ: ৮

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই শান্তিরাজ। তিনি শান্তি দিতে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। পবিত্র বাইবেলে যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন,"কারণ আমাদের জন্য এক শিশুর জন্ম হয়েছে, আমাদের কাছে এক পুত্রসন্তান দেওয়া হয়েছে, শাসনভার তাঁরই কাঁধে দেয়া হবে। আর তাঁকে বলা হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, পরাক্রমী ঈশ্বর, চিরন্তন পিতা, শান্তিরাজ।" প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানুষকে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,"আমি তোমাদের মধ্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। জগৎ যেভাবে দেয়, আমি সেভাবে তোমাদের দান করি না..." (যোহন ১৪:২৭)। পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য যীশুর দেয়া শান্তি চর্চা করা খুবই জরুরি। আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকেই শান্তির জন্য কাজ করতে পারি। শান্তিতে বসবাস করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যদিও শান্তিতে বাস করা খুবই কঠিন কাজ; কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট সেই কঠিন কাজটি সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। আমরাও প্রত্যেকে শান্তির দূত হতে পারি। সমাজের সকল মানুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র সকলেই যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করি,

তাহলে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি। আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে সকলের সাথে মিলেমিশে আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারি। শান্তিতে বসবাস করার জন্য মনের মিল, ভালোবাসা, ধৈর্য ও সহনশীলতা দরকার।

বিশ্বশান্তির জন্য জাতিসংঘ বিশ্বজুড়ে কাজ করছে। বর্তমানে বিশ্বশান্তির জন্য বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়াও অনেকগুলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন কেয়ার, কারিতাস, সিসিডিবি, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কম্প্যাশন কাজ করছে। খ্রীষ্টমণ্ডলী এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মিশনারীগণও শান্তির জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করছেন। আমরা নিজ নিজ জায়গা, পরিবার ও বিদ্যালয়ে শান্তির জন্য কাজ করতে পারি।

সকলে মিলে সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য কাজ করবো। সবাই মিলে শান্তি ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলবো। আমাদের লক্ষ্য এই পৃথিবীতে যেন ঈশ্বরের রাজ্য বিরাজ করে।

ক) ভেবে উত্তর লিখি।

i) পৃথিবীতে শান্তি দিতে কে এসেছিলেন?
ii) প্রভু যীশু কী শিক্ষা দিয়েছিলেন?
iii) আমরা প্রত্যেকে কী হতে পারি?
iv) শান্তিতে বসবাস করার জন্য কী দরকার?
v) আমাদের লক্ষ্য কী?

খ) খালি জায়গায় সঠিক তথ্য লিখি।

i) শান্তিতে বসবাস করা আমাদের _____।
ii) আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে সকলের সাথে মিলেমিশে _____ পরিবেশ তৈরি করতে পারি।
iii) পৃথিবীকে _____ করার জন্য যীশুর দেয়া শান্তি চর্চা করা খুবই জরুরি।
iv) শান্তিতে বসবাস করা আমাদের _____ দায়িত্ব।
v) যীশু বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে _____ রেখে যাচ্ছি।

এ পাঠে শিখলাম

– **শান্তি প্রতিষ্ঠায় খ্রীষ্টমণ্ডলী কীভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে তা জেনেছি।**

অধ্যায়

৫

পঞ্চম অধ্যায়

মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ

ঈশ্বরের সৃষ্টি কী অপূর্ব সুন্দর! দেখে আমরা মুগ্ধ হই। মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু সবকিছুই চমৎকার - অতি উত্তম! তিনি তাঁর মুখের কথায় এসব সৃষ্টি করলেন। নিজের প্রতিমূর্তিতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষের জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তিনি সৃষ্টি করলেন বিশ্বপ্রকৃতি, গাছপালা, ফুল-ফল-ফসল, পশু-পাখি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা-সমুদ্র। প্রকৃতি ও জীবজগতের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল। মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতি ও জীবজগৎ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। কারণ প্রকৃতি ও জীবজগৎ থেকেই মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদান পেয়ে থাকে। তাই মানুষ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

বিশ্বসৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ধ্যান করি এবং মনে মনে সুন্দর সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা দেখি এ বিষয়ে পবিত্র বাইবেলে কী লেখা আছে।

পাঠঃ ১

জগৎ সৃষ্টি

আদিকালে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ছিল শূন্য ও অন্ধকার। ঈশ্বর বললেন, আলো হোক। সঙ্গে সঙ্গে আলো হলো। ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আলো ভিন্ন করে দিলেন। আলোর নাম রাখলেন 'দিন' এবং অন্ধকারের নাম 'রাত্রি'। ঈশ্বর দিনের জন্য সূর্য তৈরি করলেন এবং রাতের জন্য চাঁদ ও তারা। তিনি সূর্য, চাঁদ ও তারা আকাশের বুকে বসালেন, যেন পৃথিবী আলোকিত হয়।

তারপর ঈশ্বর বললেন, সমস্ত জল এক জায়গায় আসুক ও ভূমি জেগে উঠুক। তখন স্থলভাগ জেগে উঠলো এবং সাগরের সৃষ্টি হলো।

তারপর ঈশ্বর বললেন, মাটি থেকে ঘাস ও ফলের গাছ উৎপন্ন হোক। তখনই মাটিতে ঘাস ও সবরকমের গাছ জন্মাল। তখন ঈশ্বর চেয়ে দেখলেন, তাঁর সমস্ত কাজ চমৎকার। (আদিপুস্তক- ১: ১-১২)

সৃষ্টির ছবি

ঈশ্বর তাঁর মুখের কথায় সবকিছু সৃষ্টি করলেন। দিন, রাত, সূর্য, চাঁদ, গ্রহ-তারা, আকাশ, বাতাস, গাছপালা ও পানি সবই মানুষের জীবন যাপনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এদের ওপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল। এই সুন্দর সৃষ্টির জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যত্নের সাথে আমরা সৃষ্টির প্রতিটি উপাদান ব্যবহার করি।

ক) ভেবে উত্তর দেই।

i) আদিকালে ঈশ্বর কী সৃষ্টি করলেন?

ii) তখন পৃথিবী কেমন ছিলো?

iii) ঈশ্বর আলোর নাম কী দিলেন?

vi) ঈশ্বর অন্ধকারের নাম কী দিলেন?

v) তিনি দিনের জন্য কী সৃষ্টি করলেন?

vi) তিনি রাতের জন্য কী সৃষ্টি করলেন?

vii) সূর্য, চাঁদ, তারা কেন আকাশে বসালেন?

viii) মাটি থেকে কী উৎপন্ন হলো?

খ) গান করি।

সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর ভগবান, যিনি এই আকাশ সৃষ্টি করলেন।

এ পাঠে শিখলাম

- **সৃষ্টির আগে পৃথিবী দেখতে শূন্য ও অন্ধকার ছিলো। তিনি দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করলেন।**
- **দিনে আলো দেবার জন্য সূর্য এবং রাতে আলো দেবার জন্য চাঁদ ও তারা সৃষ্টি করলেন। তিনি স্থলভাগের নাম দিলেন ভূমি এবং জলভাগের নাম দিলেন সাগর। মাটিতে গাছপালার জন্ম হলো।**

পাঠঃ ২

জীবজগৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হলো

ঈশ্বরের সৃষ্টি বড়ই বিচিত্র। তিনি আকাশ, চাঁদ-সূর্য, ঘাস, গাছপালা সৃষ্টির পর ভাবলেন এবার তিনি কী সৃষ্টি করবেন! কী দিয়ে তিনি এই সুন্দর জগৎ ভরিয়ে তুলবেন। তখন তিনি নানারকম পশুপাখি ও জীব-জন্তু সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঈশ্বর বললেন, জলে, স্থলে ও আকাশে সকল প্রকারের প্রাণী জন্মগ্রহণ করুক। তখনই সমুদ্রে মাছ, আকাশে পাখি ও স্থলে সব রকমের পশু জন্মাল। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে জল, স্থল ও আকাশ পরিপূর্ণ করো। (আদিপুস্তক- ১: ২০-২২)

জীববৈচিত্র্যে পৃথিবী সমৃদ্ধ হলো। তারা মানুষের জীবনের একটা বড় অংশ। মানুষের জীবন জীবের উপর নির্ভরশীল। জীবজগত থেকে মানুষ তার খাদ্য পেয়ে থাকে। তারা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। জীবজগৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছে। আবার মানুষও জীবজগতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছে।

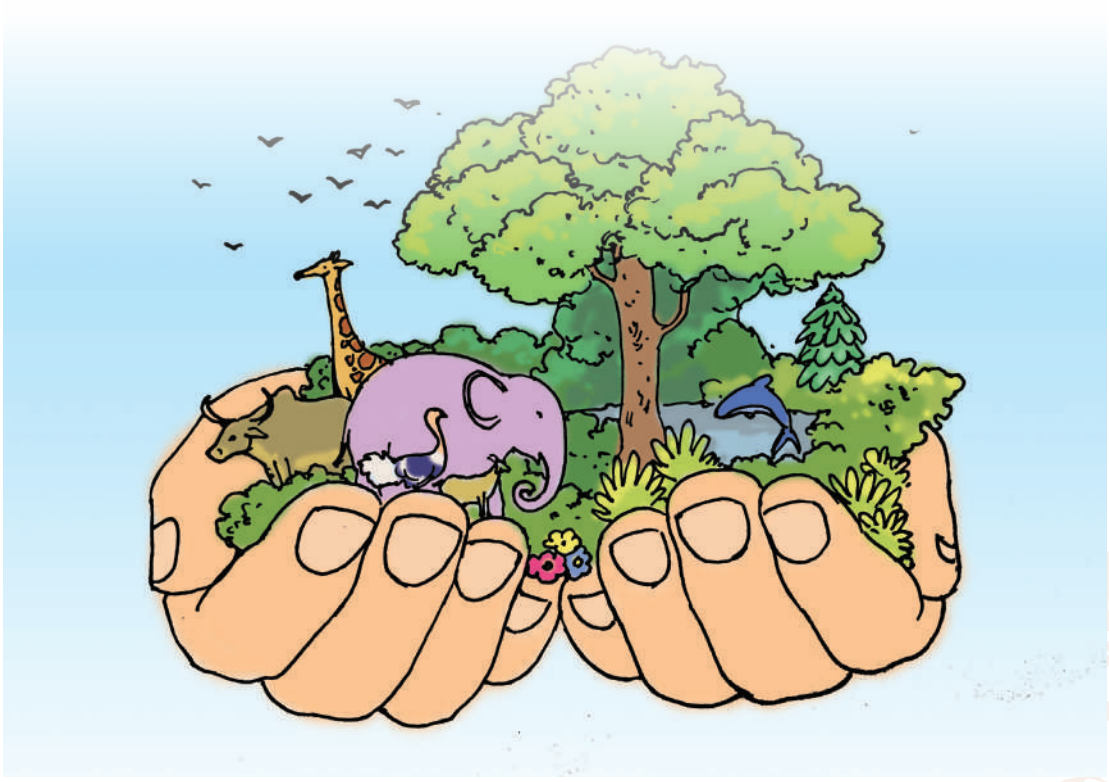

আশীর্বাদ ধন্য জীবজগৎ ও প্রকৃতি

ক) আশেপাশে যেসব পশু-পাখি ও প্রাণী রয়েছে তাদের দেখি। তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে তার উপর চারটি বাক্য লিখি।

খ) মিল করি: বাম পাশের তথ্যের সাথে ডান পাশের তথ্যের মিল করি।

i) ঈশ্বরের কথায় জলে,	i) তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে জল, স্থল ও আকাশ পরিপূর্ণ কর।
ii) জলজ প্রাণী হলো	ii) স্থলে ও আকাশে সকল প্রকার প্রাণী জন্ম নিলো।
iii) জীবজগৎকে আশীর্বাদ করে বললেন	iii) খাদ্য পেয়ে থাকে।
iv) জীবজগৎ থেকে মানুষ তার	iv) মাছ, কুমির ও হাঙ্গর।

এ পাঠে শিখলাম

– **ঈশ্বর পশু-পাখি ও জীব-জন্তু সৃষ্টি করে তাদের আশীর্বাদ করলেন, বংশবৃদ্ধি করে তারা যেন পৃথিবী ভরিয়ে তোলে। মানুষের জন্য পশুপাখি ও জীব-জন্তু আশীর্বাদস্বরূপ।**

পাঠ: ৩

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষ

সব সৃষ্টি শেষ করার পর ঈশ্বর দেখলেন, সবই অতি উত্তম হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করলেন এই সৃষ্টি যত্ন ও রক্ষা করার জন্য কাউকে দরকার। তখন তিনি মানুষ সৃষ্টি করার কথা ভাবলেন। নিজের প্রতিমূর্তিতে তিনি মানুষ তৈরি করলেন। তিনি নর ও নারী উভয়কে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বরের সর্বোত্তম সৃষ্টি হলো মানুষ। তিনি মানুষ সৃষ্টি করে মানুষকে দায়িত্ব দিলেন বিশ্বসৃষ্টির যত্ন নিতে।

নিচে পবিত্র বাইবেল অনুসারে মানব সৃষ্টি ও পৃথিবীকে যত্ন নেবার বিষয় বর্ণনা দেয়া হলো।

ঈশ্বর বললেন, "এবার নিজের সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করবো। সে জল, স্থল ও আকাশের প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করবে।" ঈশ্বর মানুষকে নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করলেন। তিনি মাটি দিয়ে মানুষের দেহ তৈরি

ঈশ্বরের নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষ

করলেন ও তার মধ্যে প্রাণ জাগিয়ে দিলেন; তাতে মানুষ জীবিত হয়ে উঠলো। ঈশ্বর তার নাম রাখলেন 'আদম'। (আদিপুস্তক- ১: ২৬-২২) এবার সমস্ত জীবজন্তুর নাম রাখার জন্য ঈশ্বর তাদের আদমের কাছে নিয়ে এলেন। আদম তাদের প্রত্যেকের নাম রাখলেন। কিন্তু তার সঙ্গী হিসাবে সে কোনো জীব খুঁজে পেলেন না। তখন ঈশ্বর বললেন, "মানুষের পক্ষে একা থাকা ভালো নয়।" আদম যখন ঘুমাচ্ছিল, তখন ঈশ্বর তার বুক থেকে একটা পাঁজর নিয়ে নারীকে সৃষ্টি করলেন। যখন তাকে আদমের সামনে নিয়ে গেলেন, তখন আদম বললো, "সত্যি, এ হলো আমার হাড় ও আমার মাংস, এর নাম 'হবা' অর্থাৎ নারী, কারণ একে নর থেকে তৈরি করা হলো।" ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা বংশ বৃদ্ধি কর, সারা জগতে ছড়িয়ে পড় এবং সকল বস্তুর উপর কর্তৃত্ব কর। জল, স্থল ও আকাশের যত জীব সকলেই তোমাদের অধীনে থাকবে।" (আদিপুস্তক- ২: ১৮-২৩)

এইভাবে ঈশ্বর তাঁর মুখের কথায় মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষকে সৃষ্টজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন। দায়িত্ব দিলেন সকল কিছুর উপর কর্তৃত্ব করার।

ক) আদম ও হবা'র একটি ছবি আঁকি।

খ) ভেবে লিখি।

i) ঈশ্বর কার প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন?	i)
ii) মানুষ কার উপর কতৃর্ত্ব করবে?	ii)
iii) ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রথম মানুষ কে?	iii)
iv) আদমের সঙ্গী প্রথম নারীর নাম কী?	iv)
v) কারা মানুষের অধীনে থাকবে?	v)

এ পাঠে শিখলাম

- **ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সৃষ্টি করেছেন। নর ও নারী করে, তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন। মানুষকে সব সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব দিলেন।**

পাঠঃ ৪

প্রকৃতি, জীবজগৎ ও মানব জীবন

ঈশ্বর এই সুন্দর পৃথিবী আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা যেন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারি। তিনি আমাদের জন্য আলো দিয়েছেন যেন সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। রাত সৃষ্টি করেছেন মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টি যেন বিশ্রাম করতে পারে। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য বাতাস দিয়েছেন। বায়ু সেবন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। চারিদিকে নানারকম গাছপালা দেখতে পাচ্ছি, যেগুলি থেকে আমরা আমাদের খাবার পেয়ে থাকি। ভাবতেও অবাক লাগে এসব গাছের ফল কত সুস্বাদু! ভূমির ফসল থেকে আমরা আমাদের প্রতিদিনের খাবার যোগাড় করে থাকি। পশু-পাখি, নদী-সমুদ্রের মাছ আমাদের খাদ্য। আমরা যে কাপড়-চোপড় পরে আছি সেগুলিও এসেছে প্রকৃতি থেকে। পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা সবকিছুই মানুষের উপকারে আসে। এক কথায় বলা যায় প্রকৃতির দান ও দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। প্রকৃতি ছাড়া আমাদের জীবন অচল।

জীবের প্রতি ভালোবাসা ও যত্ন

পরমেশ্বর বললেন, 'দেখো, সারা পৃথিবী জুড়ে যত উদ্ভিদ বীজ বহন করে, ও ফল-উৎপাদক যত গাছ ফলের বীজ বহন করে, তা সবই আমি তোমাদের দিচ্ছি; তা হবে তোমাদের খাদ্য। সমস্ত বন্যজন্তু, আকাশের পাখি ও মাটির বুকে চলাচল করে সমস্ত জীব - এই সকল প্রাণীকে আমি খাদ্যরূপে সবুজ যত উদ্ভিদ দিচ্ছি।' আর সেইমতই হলো। পরমেশ্বর তাঁর তৈরি করা সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন; আর সত্যি, সেই সমস্ত কিছু খুবই উত্তম হয়েছে। (আদিপুস্তক- ১: ২৯-৩১)।

ঈশ্বর কিন্তু সেভাবেই ব্যবস্থা করেছেন। তিনি কত দয়ালু! সব সৃষ্টির সেরা করে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও সমগ্র সৃষ্টির যত্ন করে, রক্ষা করে এবং তার উপর প্রভুত্ব করে। এটি মানুষের দায়িত্ব। কারণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা প্রকাশিত হয়।

ক) নিজে করি।

i) জীবজগতের একটি ছবি আঁকি।

ii)জীবজগৎ ও প্রকৃতি কীভাবে মানুষের উপকারে আসে তা আলোচনা করি ।

iii) প্রকৃতি ও মানবজীবন নিয়ে নীরবে ধ্যান করি ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

খ) ভেবে লিখি।

i) প্রকৃতি থেকে আমরা কী পাই?	i)
ii) আমরা কার দান ও দয়ায় বেঁচে আছি?	ii)
iii) সবুজ উদ্ভিদ কার খাদ্য?	iii)
iv) সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কার গৌরব ও মহিমা প্রকাশিত হয়?	iv)

এ পাঠে শিখলাম

- **স্বয়ং ঈশ্বর প্রকৃতির উদ্ভিদ, পশু-পাখি ও জীবজন্তুকে মানুষের খাদ্য হিসেবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির দান ও দয়ায় মানুষ বেঁচে আছে।**

পাঠঃ ৫

ধ্বংসের কবলে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ

ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি বর্তমানে মানুষ নানাভাবে ধ্বংস করছে। মানুষ লোভ ও নিজের স্বার্থের জন্য প্রকৃতির অপব্যবহার করছে। বর্তমানে নানারকম তথ্যপ্রযুক্তি, উড়োজাহাজ ও যানবাহনের কারণে মানুষের জীবন অনেক সহজ হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে; কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা অনেক জটিলও হয়ে গেছে। অতিমাত্রায় ভোগবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা, লোভ লালসা ও উদাসীনতার কারণে সৃষ্ট, প্রকৃতি, বন-বৃক্ষ নিধন, বাতাসে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড, কালোধোঁয়া, বায়ুদূষণ, দুর্গন্ধময় জল ও জলাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে। তাছাড়াও শব্দদূষণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি-বন্যা, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বপ্রকৃতিকে বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পশু-পাখি ও জীব-জন্তুকে নানাভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাই বিপন্ন প্রকৃতি আর্তনাদ করছে।

বন নিধন

এই বিপন্ন অবস্থার কথা রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু পৌল বলেছেন– "বিশ্বসৃষ্টি অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় আছে। কারণ তাকে অসারের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। সে অবক্ষয় থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর সন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার অপেক্ষায় আছে। সমগ্র সৃষ্টি আজ আর্তনাদ করছে-প্রসব বেদনা ভোগ করছে। (রোমীয় ৮: ১৮-২৪)। এই বিপন্ন পৃথিবীকে সুরক্ষা দেবার ও যত্ন নেবার দায়িত্ব ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন। প্রকৃতির আর্তনাদ শুনতে হবে। ধ্বংসের কবল থেকে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতকে রক্ষা করতে হবে।

বায়ূ দূষণ

পানি দূষণ

ক) নিজে করি।

ধ্বংস কবলিত ও বিপন্ন পৃথিবী নিয়ে আমাদের ভাবনা ও অনুভূতি আলোচনা করি।

খ) ভেবে বলি।

পরিবেশ ও জীবজগৎ কীভাবে ধ্বংস হচ্ছে তার তিনটি কারণ বলি।

গ) ভেবে লিখি।

i) মানুষ কেন প্রকৃতি ও জীবজগতের অপব্যবহার করছে?	i)
ii) বন নিধনের ফল কী?	ii)
iii) সাধু পৌলের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টি কোন অবস্থায় আছে?	iii)
iv) বিশ্ব প্রকৃতির দুইটি বিপদের নাম লিখ।	iv)

এ পাঠে শিখলাম

- **মানুষের স্বার্থপরতার কারণে প্রকৃতি ও জীবজগৎ ধ্বংস হচ্ছে। সমগ্র সৃষ্টি আজ আর্তনাদ করছে যেন প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। বিশ্ব প্রকৃতি ও জীবজগৎ রক্ষা করার দায়িত্ব মানুষের।**

পাঠঃ ৬

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সুরক্ষা ও যত্ন

পূর্ব পাঠে আমরা জেনেছি প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সাথে মানুষের জীবন নিবিড়ভাবে জড়িত। কিন্তু নানা কারণে ও নানাভাবে তা নষ্ট হচ্ছে। সৃষ্টিলগ্ন থেকে ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন তা সুরক্ষা করতে ও যত্ন নিতে। আমরা কীভাবে পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ সুরক্ষা করতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। যখন-তখন গাছ না কেটে বরং গাছ লাগাতে ও যত্ন নিতে হবে। বিনা প্রয়োজনে পশুপাখি হত্যা না করা। জমিতে নানারকম বিষ প্রয়োগ বন্ধ করা। কলকারখানার বর্জ্য ফেলে নদ-নদী ও সমুদ্রের পানি নষ্ট না করা। বরং সচেতনভাবে পরিবেশ ও জীবজগতকে সুরক্ষা করে ও যত্ন নিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

প্রকৃতির যত্ন

পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে

পথে চলতে চলতে যখন কোনো গাছের উপরে বা মাটিতে এমন কোনো পাখির বাসা দেখতে পাও যে, যার মধ্যে বাচ্চা বা ডিম আছে, এবং সেই বাচ্চা বা ডিমের উপরে পাখিরা তা দিচ্ছে, তবে তুমি বাচ্চাদের সঙ্গে পাখিকে ধরবে না। তুমি সেই বাচ্চাগুলিকে নিজের জন্য নিতে পারবে, কিন্তু পাখিকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে, যেন তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হয়। (দ্বিতীয় বিবরণ: ২২: ৬-১১)।

মণ্ডলীর শিক্ষা

প্রকৃতি ও জীবজগৎ যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তা দেখে, ক্যাথলিকমণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস খুব চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি 'তোমার প্রশংসা হোক' নামে একটি সর্বজনীন পত্র লিখেছেন। এই পত্রে তিনি আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্ন কীভাবে নিতে হবে তার নির্দেশনা দিয়েছেন। ধরিত্রীমাতা, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবজগৎকে রক্ষা ও যত্ন করার জন্য সকলের প্রতি তিনি আকুল আবেদন জানিয়েছেন। বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে এই পত্রটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। পৃথিবীর এই সংকটকালে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কত বেশি তা বুঝেছে। এই পত্রে তিনি লিখেছেন-

- জগতের সমস্ত কিছুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত;
- সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা ও অনুরাগের কথা বলে;
- সমগ্র সৃষ্টির লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, তাহলো স্বয়ং ঈশ্বর;
- ঈশ্বরের সৃষ্টি জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার অপরাধে মানুষ অপরাধী;
- বনজঙ্গল, জমিজমা ও জলাভূমি ধ্বংস করা পাপ;
- সবচেয়ে বড় কথা প্রকৃতি ও জীবজগতের বিরুদ্ধে পাপ করা মানে নিজেদের ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা।
- পরিবেশ বিষয়ক সংকট জোরালো মন পরিবর্তনের আহ্বান;
- প্রকৃতি ও পরিবেশ সৃষ্টির সময় ঈশ্বর যে শৃংখলা ঠিক করে দিয়েছেন মানুষ তা নষ্ট করতে পারে না।

কীভাবে আমরা জীবজগৎ ও প্রকৃতির যত্ন নিতে পারি-

- **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা:** নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, নিজ বাড়ি, বিদ্যালয়, উপাসনালয় ও আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে সচেষ্ট হওয়া।
- **অপচয় রোধ:** প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকা। পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া।
- **দূষণমুক্ত পরিবেশ কমানো:** যে সকল কাজ ও আচরণ পরিবেশ দূষিত করে সেগুলি পরিহার করা।
- প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।

- ❖ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করা।
- ❖ বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপন করা।
- ❖ প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক শিক্ষালাভ ও সচেতন হওয়া।
- ❖ অযথা পশু-পাখি হত্যা না করা।

এ পাঠে শিখলাম

ঈশ্বর নিজে মানুষকে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ সুরক্ষা ও যত্ন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে বাইবেল ও মণ্ডলীর শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছি। কীভাবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের যত্ন নিতে পারি তা শিখেছি।

ক) সঠিক তথ্য দিয়ে খালি জায়গা পূরণকরি।

i) মানুষকে ঈশ্বর দায়িত্ব দিয়েছেন সৃষ্টি সুরক্ষা ও _____ করতে।
ii) জগতের সমস্ত কিছুই পরস্পর _____।
iii) ঈশ্বরের সৃষ্ট জীববৈচিত্র্য নষ্ট করার অপরাধে _____ অপরাধী।
iv) পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারে _____ হবো।
v) প্রকৃতি ও জীবজগতের বিরুদ্ধে পাপ করা মানে _____ ও _____ বিরুদ্ধে পাপ করা।

খ) নিজে করি।

i) নিজের বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে গাছ লাগাবো।
ii) সবাই মিলে বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার করবো।
iii) কী করে প্রকৃতি ও জীবজগৎ রক্ষা করা ও যত্ন নেয়া যায় তা আলোচনা করবো।

গ) একসাথে প্রার্থনা করি।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তুমি সমস্ত বিশ্বে সকল সৃষ্টি ও প্রাণীর মধ্যে উপস্থিত আছো।
বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্যে তোমাকে ধ্যান করতে আমাদের শেখাও।
তোমার সবকিছুর জন্য আমাদের অন্তরে তোমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জাগিয়ে দাও।
আমরা যেন বিশ্বসৃষ্টির সবকিছুর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বুঝতে পারি।
শক্তি দাও, আমরা যেন আমাদের আবাসভূমি পৃথিবীর যত্ন নিতে পারি।
এই প্রার্থনা করি তোমার পুত্র যীশুর নামে। আমেন।।

সমাপ্ত

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি– খ্রীষ্টধর্ম

“ যীশু জগতের আলো ”- লূক ১:৭৯

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ৩৩৩ কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য